KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2005	Place of Publication : ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
Collection : KLMLGK	Publisher : সাহিত্য-গবেষক-সমিতি
Title : প্রবাসী	Size : 5"x7.5" 12.70x19.05 c.m.
Vol. & Number : ১/১০ ১/১১ ১/১২	Year of Publication : অক্টোবর ১৮৯৯ নভেম্বর ১৮৯৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯
	Condition : Brittle : Good
Editor : অবিনাশচন্দ্র দাস	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৮৯৯।

পতিতা (টি, হুড হইতে) ... ৫৭৭
প্যারিচরণ সরকার ... ৫৭৯
কলিকাতার ফিরিওয়ালা ... ৫৯২
সাধারণ শিক্ষা ... ৬০২
মানস-পরিণয় ... ৬০৯

প্রয়াসী

মাসিক পত্র ও সমালোচক

মর্ম্মকথা ... ৬২১
ফুলের সাজি ... ৬২৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ... ৬৩৪
সমালোচনা ... ৬৩৮

সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত।
(৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট, ৺প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য তিন আনা মাত্র)

২৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, এল্‌ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

এই সংখ্যার লেখক ও লেখিকাগণের নাম।

শ্রীরসময় লাহা, শ্রীগিরিজা কুমার বসু, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি, এ, শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ। শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীগিরিশ-চন্দ্র লাহা এম্, এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী, শ্রীমতী চঞ্চলাবালা দাসী, শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, ইত্যাদি।

প্রয়াস সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই "প্রয়াসের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র। নমুনা চাহিলে ৵১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়। যদি কেহ এক কালে পাঁচ জন গ্রাহকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তিনি বিনামূল্যে এক বৎসর "প্রয়াস" ঘরে বসিয়া পাইবেন।

২। "প্রয়াস" প্রতি ইংরাজী মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথাকালে কাগজ না পাইলে তাহার পর সংখ্যা কাগজ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। তৎপরে আমরা দায়ী হইব না। ডাকঘরের ত্রুটিতে অনেক সময় কাগজ পত্রের বড়ই গোলযোগ হয়। আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে একবার অনুসন্ধান করিবেন।

৩। গ্রাহকগণ কোন চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করিলে, রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা টিকিট সহ চিঠি লিখিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম বা অন্য কিছু জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হইবে। মণিঅর্ডার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ মিত্রের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। প্রয়াসের যে কোনও গ্রাহক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

৬। প্রয়াসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও নিরপেক্ষ-সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যোগ্যতার বিচার না করিয়া উৎসাহ দান অসম্ভব একথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

সাহিত্য-সেবক-সমিতি,
(স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)
৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রকাশকের অনুমত্যানুসারে এস্, কে, সাহা দ্বারা এল্ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। অক্টোবর, ১৮৯৯ সাল। দশম সংখ্যা।

পতিতা।

১

হের ওই অভাগিনী নারী,
তুচ্ছগণি জীবন বন্ধন।
না ভাবিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে,
জলে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।

২

ধর তারে সুকুমার করে,
তোল তারে পরম যতনে।
কৃশাঙ্গিনী ক্ষীণাতনুখানি,
বিকাশিতা তরুণ যৌবনে।

৩

হের তার সজল বসন
প্রতি অঙ্গে গেছে জড়াইয়া।
উঠিতেছে পড়িতেছে কত,
ঢেউগুলি চলিয়া চলিয়া।
এখনই লও ঘৃণা ভুলে,
সকরুণ প্রেমে তারে তুলে।

৪

হেলা করি ছুঁয়োনা ও দেহ,
উদারতা শুধু কথা নয়;
দোষ ভুলে ভাব তার ব্যথা,
থাকে যদি মানব হৃদয়।
রমণী সুলভ পবিত্রতা,
এখন ও দেহে বিরাজিতা।

৫

তীক্ষ্ণদৃষ্টে চেয়োনা চেয়োনা,
আত্মনাশ ভাবিয়া উহার।
অনুচিত অশিষ্ট হলেও
ত্যজেছে সে অপমান ভার।
মৃত্যু নিয়ে গিয়েছে সকল,
রেখে গেছে সুষমা কেবল।

৬

যদিও সে বিপথ গামিনী,
তথাপি সে অবলা যে হায়।

আহা দাঁও মুছায়ে অধর,
মুখ ব'য়ে সলিল গড়ায়।

৭

বেঁধে দাও শিথিল কবরী,
সুকেশিনী আহা ওই নারী।
লভেছিলা জনম কোথায়
বুঝে দেখ বিস্মিত হিয়ায়।

৮

কেবা এর ছিল পিতা, মাতা,
কেবা এর ছিল ভাই বোন।
অথবা কি ছিল প্রিয়তম,
কেহ এর হৃদয়ের ধন?

৯

হায়, হায়, কোথায় করুণা
মানবের উদার পরাণ?
এত বড় এ নগর মাঝে,
কেহ কি দেয়নি তারে স্থান।

১০

পিতা মাতা কিবা ভাই বোন
সবে গেছে স্নেহ মায়া ভুলে,
প্রণয় যে দারুণ আঘাতে,
স্বর্গ হতে পতিত ভূতলে।
বিধাতার মহান্ বিধান,
বিপথে যে করিল প্রয়াণ।

১১

প্রতি গেহে শত দীপ মালা,
ছায়া তার কাঁপে নদী জলে।
অসহায়া দুঃখিনী অবলা,
সেতু'পরি ঘোর নিশাকালে।
দাঁড়াইয়া ছিল শূন্য মনে,
একদৃষ্টে উদাস নয়নে।

১২

শিশির শীতল বায়ু বহি।
কাঁপাইল প্রতি অঙ্গ তার,
নহে কালজল—নদী বুকে
নাচিয়া যে ঢালে অন্ধকার।
আপন জীবন গাথা স্মরি।'
ঝাঁপ দিতে গেল মত্ত হয়ে,
মরণের অজানিত দেশে।
পশিবারে প্রফুল্ল হৃদয়ে;
হোক না যেখানে সেই স্থান
ধরা হতে লভিবারে ত্রাণ।

১৩

কোনদিকে না চাহিয়া সে
ডুবিল যে অসীম সাহসে।
তখন তটিনী কূলে কূলে,
কেঁপেছিল শত ঢেউ তুলে।
এছবি আঁকিয়া সেও মনে,
ভেবে দেখ মরমে মরমে।
অপবিত্র পুরুষ সকল,
পার যদি মাখ ভব তবে
আর পানকর হোথাকার জল।

১৪

ধর তারে সুকুমার করে,
তোল তারে পরম যতনে।
কৃশাঙ্গিনী ক্ষীনা তনু খানি
বিকাশিতা তরুণ যৌবনে।

১৫

করুণ হৃদয়ে সন্তর্পণে,
প্রতি অঙ্গ না হতে কঠিন,
সুরচিত করি'—ঢেকে দাও
খোলা দুটী আঁখি দৃষ্টিহীন।

১৬

স্থির দৃষ্টি অহো কি ভীষণ
ভেদিয়া আবিল আবরণে
নিরাশার শেষ দৃষ্টি ওই,
চেয়ে ছিল ভবিষ্যের পানে।

১৭

অধীর হইয়া অপমানে,
মরেছে সে আঁধার পরাণে।
পাশব আচার নিদারুণ,
জ্বেলে ছিল মত্ততা আগুণ
তার চির শান্তির মাঝারে;
ধীর চিত্তে দাও যোগ ক'রে
বুকে তার হাত দুই খানি
ধ্যান মগ্ন যেমন যোগিনী।

১৮

ক্ষীণ মন হীন আচরণ
যেন সে বলিছে অকপটে
পাপভার করিয়া অর্পণ
মুক্তি তরে বিধির নিকটে।

শ্রীরসময় লাহা।

প্যারিচরণ সরকার।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্যারি বাবুর সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ তাহা হইতে সঙ্কলিত হইল। আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য আমরা গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

গুরুদাস বাবু যখন হেয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়েন—তখনকার কোনও ঘটনা অবশ্য তাঁহার মনে নাই কিন্তু এটা দেখিতেন যে সকলে প্যারিবাবুকে আন্তরিক ভক্তি করিত।

তাঁহাকে যে সকলে আন্তরিক ভক্তি করিত তাহার একটী দৃষ্টান্ত গুরুদাস বাবু দেন। তখন ইনি পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন।

জন কয়েক বড় লোকের ছেলে সেই সময়ে ঐ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। তাহাদের মধ্যে ১ জনের বয়স শ্রেণীর তুলনায় কিছু বেশী হইয়াছিল, প্রায় বিংশতি বৎসর। সে ক্লাসে ভয়ানক গোলমাল করিত এবং সকলকে বিরক্ত করিত। দুষ্কর্ম্মেও সে সর্ব্বত্র অগ্রণী ছিল। একদিন তাহার উপর কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া তদানীন্তন শিক্ষক নন্দবাবু তাহাকে বলেন 'You must stand up'. তাহাতে সে বলে 'মহাশয়! একেতো আমাদের এ ক্লাসে পড়িতেই লজ্জা করে, তার উপর আবার দাঁড়াইতে পারিব না।' নন্দবাবু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হেড মাষ্টার প্যারিবাবুর নিকট এই বিষয় বলিতে যান। যখন নন্দবাবু ক্লাস হইতে বাহির হন, তখন সেই ছেলেটী 'এবার মুস্কিল কল্লে' কয়েকবার এইরূপ বলে।

প্যারিবাবু আসিয়াই তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'Well, why have you offended your Master? Why have you not carried out his order?' তখন সেই বালকটি আমতা আমতা করিতে লাগিল। প্যারিবাবু বলিলেন 'I can't listen to you until you obey his order;' তিনি এমন ভাবে ইহা বলিলেন যে সে বালক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল এবার তো দাঁড়াইয়াছি, এখন বসিতে বলুন'; তাহাতে প্যারি বাবু বলেন, 'It is not for me to recall his order, your master will do what he thinks fit;' কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় নন্দ বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া যান যেন তিনি তাহাকে বসিতে বলেন। গুরুদাস বাবু বলেন আর কেহ বলিলে সেই বালক হয়তো স্কুল ছাড়িয়া

চলিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ কখনো অমান্য করিতে সাহসী হইত না, তিনিও কিছুতেই হটিতেন না, সর্ব্বদা স্থির, ধীর ভাবে থাকিতেন। এ সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর নিজের কথা এই, 'He was never put out, he was always calm, cool, and collected.'

আর একদিনকার একটী ঘটনা এইরূপ। একটী শিক্ষক বড় Strict disciplinarian অর্থাৎ বিশেষ ভাবে নিয়মের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে নিরূপিত সময়ের পর ১৫ মিনিটের মধ্যে আসিলেও তিনি ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তার বেশী দেরী হইলে কোনও ছাত্রকে স্বীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। একদিন প্যারিবাবু দেখিলেন কতকগুলি ছাত্র মাঠে বেড়াইতেছে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইয়া ছিল বলিয়া তাহাদের শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে ক্লাসে যাইতে দেন নাই। প্যারি বাবু বলিলেন 'তোমাদের কি কারণে দেরী হইয়াছিল, তাহা তোমাদের শিক্ষক মহাশয়কে জানাইয়াছিলে?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, কিন্তু তিনি সে সকল গ্রাহ্য করেন নাই।' প্যারি বাবু তাহাদিগকে ক্লাসে যাইতে বলেন, ও একটী Slip পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল 'Pray, do not stretch your cord too tight, it may break. অবশ্য ছাত্ররা এই Slipএর বিষয় প্রথমে কিছু জানিত না। গুরুদাস বাবু বলেন, শিক্ষক মহাশয় তাহা ছিঁড়িয়া সেই ঘরেই ফেলিয়াছিলেন। উহারা পরে ছিন্ন খণ্ড গুলি একত্র করিয়া পাঠ করিতে তবে জানিতে পারেন যে তাহাতে ঐরূপ লেখা ছিল। ছাত্রদিগের জানিত ভাবে তিনি শিক্ষকগণকে কখনও কিছু বলিতেন না।

আর একটী ঘটনার বিষয় বলিতেছি। একটী ধনী লোকের সন্তান বই চুরি করিত। সে যে চুরির মতলবে ঐরূপ করিত এমন নহে, তবে তার কি রকম একটা কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রথমে ক্লাসে দুইবার বই চুরি হয়, তখন কেহ উক্ত বালক চুরি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তৃতীয় বার ধরা পড়ায় সকলেই বুঝিতে পারিল পূর্ব্বেও সেই কর্ম্ম উহারই দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। তাহার শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয় তাহাকে স্কুল হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে মানস (Expulsion) করেন। প্যারি বাবু সকল অবগত হইয়া বলেন যে তার বয়স অল্প অতএব সে 'Past redemption' অর্থাৎ সংশোধনের সীমা বহির্ভূত ছিল না। তিনি কেবল তাহাকে নীচের ক্লাসে নামাইয়া দেন। পরে মাষ্টাররা তাহার চরিত্র ভাল বলিলে সে আবার স্বীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

এই সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি করিত। এবং তিনিও ছাত্রদিগের জন্য কতদূর পরিশ্রম করিতেন।

তার পরে গুরুদাস বাবু প্রথম শ্রেণীর কথা বলেন। সেই সময় হইতে প্যারি বাবুর সহিত উঁহারা সংশ্লিষ্ট হন। তিনি ঐ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ব্যাকরণ ও Principles of Arithmetic and Algebra এই সকল পড়াইতেন। গুরুদাস বাবু বলেন 'Mode of teaching,' অর্থাৎ শিক্ষাদিবার প্রণালী অত সুন্দর কোনও লোকের তিনি দেখেন নাই।

গুরুদাস বাবু ছাত্রদিগকে Exercise দিবার বিশেষ পক্ষপাতী; তিনি বলেন এ বিষয়ে Senate ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনেক

বলিয়াছেন। Exercise হইতে যে কত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা উনি প্রথম প্যারি বাবুর শিক্ষা প্রণালী হইতেই জানিতে পারেন। উহাদের সময় এইরূপ Routine ছিল।

সোমবার—ইংরাজী রচনা, স্কুলে বসিয়া করিতে হইত। মঙ্গলবার—মানচিত্র বাটী হইতে আঁকিয়া লইয়া যাইতে হইত, বুধবার শেষ দুই ঘণ্টা, ছেলেদের পঠিত নহে অথচ তাহারা বুঝিতে পারে এরূপ কোনও পুস্তক হইতে কোন একটী গল্প পাঠ করিতেন। একটী ভাল গল্প প্রথমে তিনি পড়িয়া যাইতেন। তারপর তিনি যাহা বলিলেন, ছাত্রদিগকে তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে দিতেন, এবং তাহা হইতে তাহারা কি নীতি সঙ্কলন করিল তাহাও লিখিতে দিতেন। নীতিটি তিনি প্রথমে পড়িতেন না। দেখিতেন ছাত্ররা গল্পের ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় কি না। গুরুদাস বাবু বলেন তাঁহার ঐরূপ সুযুক্তি পূর্ণ গল্প বাছিবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। ঠিক্ ছেলেরা যেরূপ বুঝিতে পারে তেমনটী দিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর ছাত্ররা যদি তাহা লিখিয়া শেষ না করিতে পারিত তিনি তাহাদিগকে আরও এক ঘণ্টা সময় দিয়া যাইতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর তিনি চলিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু ছাত্রদিগের সততার উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল, যে তিনি কোনও লোক রাখিয়া যাইতেন না। কেবল ছাত্রদিগের লেখা হইলে, সকল গুলি একত্রে তাঁহার বাটীতে দিয়া আসিবার জন্য একজন লোক বসাইয়া রাখিতেন। ছাত্ররাও কখনও প্যারি বাবুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিত না। এই সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর নিজের কথা এই 'He was never deceived'। কখনো কখনো বা তিনি ছোট Dialogue পড়িতেন। তাঁহার পড়িবার সুন্দর ক্ষমতা ছিল।

বৃহস্পতিবার ছিল বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদ।

শুক্রবার.....ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

শনিবার ... .ইতিহাস, Principles of Arithmetic and Algebra'

গুরুদাস বাবু বলেন 'The beauty of the thing lies here.' প্রতি সপ্তাহে তিনটী করিয়া Exercise স্বয়ং দেখিতেন, ক্লাসে ছেলেও ছিল মন্দ নয়, প্রায় ৬০। ৭০ জন ; অথচ কাহারও সামান্য ভুল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ; বিশেষ ধরণের ভুল গুলির পাশে চিহ্ন দিতেন। প্যারি বাবু একখানি রেজেষ্টারীতে প্রত্যেক ছাত্রের নম্বর লিখিয়া রাখিতেন আর বলিতেন, 'Something will depend upon the results of these exercises.'

তখন বৃত্তির প্রথা এরূপ ছিলনা। হেয়ার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা জড়াইয়া যে প্রথম হইত তাহাকেই সর্ব্ব প্রথম বলিয়া ধরা হইত, গুরুদাস বাবু এইরূপ হন। তাঁহার সহপাঠী বাবু শিবচন্দ্র চাটার্জ্জি, যিনি ইদানীং মজফারপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু উকীল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হন বটে কিন্তু দুয়ে জড়াইলে বাবু হরগোপাল সরকার ২য় হন। ইনি এখন ঠাকুরবাড়ীতে অধ্যাপনা করেন। প্যারিবাবু বলেন গুরুদাস বাবু ও হর গোপাল বাবুই বৃত্তি পাইবেন। তদানীন্তন ডিরেক্টর Young সাহেবের এ বিষয়ে মত ভেদ ছিল। প্যারিবাবু Young সাহেবকে গিয়া বলেন যে গুরুদাস বাবু ও হর গোপাল বাবু এই দুই জনকে যেন স্কলারসিপ (বৃত্তি) দেওয়া হয়। সেই বৎসর প্রথম বিভাগে ছয়জন ছাত্র হেয়ারস্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ হয়। সেই সময়ে এইরূপ ফল প্রায় হইত না। এই ফল হইবার কারণ সম্বন্ধে প্যারি বাবু Young সাহেবকে এইরূপ বলেন 'It is solely due to the regularity of the exercises I gave them and if you do not attach any importance to these exercises, you must not hold me responsible for the result in the Colootolah Branch School (Hare school). Young সাহেব অবশেষে প্যারিবাবুর মতেই মত দেন।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে কতদূর সম্মান করিতেন।

এইবার তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রণালী বিষয়ে কিছু বিবৃত করিব।

সেই সময়ে যে ইংরাজী এণ্ট্রান্স কোর্স ছিল, তাহার সবে মাত্র দুই খানি অর্থ পুস্তক বাহির হইয়াছিল। একখানি প্যারিবাবুর, দ্বিতীয় খানি, Doveton Collegeএর তদানন্তিন অধ্যাপক Rambert সাহেবের। প্যারিবাবু পুস্তক যাহাতে দরিদ্র ছাত্রেরা পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারে সেই জন্য তাহার মূল্য আট আনা মাত্র ধার্য্য করিয়াছিলেন। একখানি ইংরাজী এণ্ট্রেন্স কোর্সের অর্থ পুস্তকের মূল্য আট আনা। এখন ইহা গল্প বলিয়া মনে হয়। অথচ Rambert সাহেবের পুস্তক অপেক্ষা প্যারিবাবুর পুস্তক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল একথা সকলেই স্বীকার করেন। গুরুদাস বাবুদের সময় বিখ্যাত ইংরাজ কবি 'Samuel Rogers'এর Italy নামক কাব্য First Arts পরীক্ষার একখানি কোর্স ছিল। তাহাতে বিস্তর Allusion ছিল। সেই সময়ের Cathedral Mission Collegeএর অধ্যক্ষ Barter সাহেব একজন অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। এমন কি তিনি পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে সেই পুস্তকে উল্লিখিত Allusion যথাযথ রূপে বলিতে পারিতেন না। ছাত্রেরা বলিত মহাশয় হিন্দু কলেজের প্রফেসার এইরূপ বলিয়াছেন—তিনি সেই সকল দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এমন কি এক

দিন তিনি বাস্তবিকই প্যারিবাবুর নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। এবং জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোথা হইতে সেই সকল Allusion বাহির করেন এবং কিরূপে? সাহেব যখন এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন প্যারিবাবু আর কি করেন বিনীত ভাবে বলেন "আমি দেখিয়া শুনিয়া সেই সব ঠিক্ করিয়া লই"। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময় অধুনা অধিকাংশ শিক্ষকই যেমন করেন তিনি সেইরূপ শুধু কোন কথার প্রতিবাক্য বা কোনও ভাবের অসম্পূর্ণ তাৎপর্য্য দিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। যাহাতে ছাত্রেরা সুন্দররূপে প্রত্যেক কথার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তিনি এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেন।

গুরুদাস বাবুদের সময় 'Herschel's Discourse on Natural Philosophy' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পড়িতে হইয়াছিল। তাহাতে এক স্থানে এইরূপ লেখা ছিল 'Modern Chemistry has gone too far to assert that matter consists of ultimate molecules or atoms,' এইটী তিনি এত সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন যে সকলেই বলে সেইটী আর কোনও বিদ্যালয়ে অত ভাল করিয়া পড়ান হয় নাই। অধিকন্তু গুরুদাস বাবু বলেন যে তিনি যখন F. A.তে Chemistry পড়েন তখন দেখেন যে সে সকল কথা প্যারিবাবু পূর্ব্বেই অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্যারিবাবুর সর্ব্ব বিষয়ে কিরূপ অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল তাহা ইহা হইতেই উত্তমরূপে প্রতীয়মান হইবে। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ত পড়াইতেনই, ইহা ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্রও অধ্যাপণা করিতেন, এবং উপরি উক্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায় বিজ্ঞানেও তাঁহার কি চমৎকার জ্ঞান ছিল।

শুধু ইহাই নহে। তিনি যেরূপ মানচিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন

তাহা বিস্ময়কর। ছাত্রদিগকে প্রত্যহ এক খানি করিয়া মানচিত্র আঁকিতে দিতেন। সে সকল রং করিয়া ও বাঁধাইয়া ক্লাসেও ভূগোল পাঠের সময় ব্যবহৃত হইত। মানচিত্র অঙ্কণ করিবার উপযোগী কাগজ প্যারিবাবুই সকলকে দিতেন। গুরুদাস বাবুর দ্বারা রচিত ও লিখিত এবং উঁহার সহপাঠি পার্ব্বতীপ্রসন্ন বাবুর অঙ্কিত এক খানি ভারত বর্ষের মানচিত্র নাকি বহু কাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল। এখন আছে কিনা বলিতে পারিনা। তাহাতে রীতিমত ছাপার অক্ষরে গুরুদাস বাবু 'Society for the Diffsion of useful knowledge' এর মানচিত্রে যত নগর ছিল সব লিখিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু বলেন তিনি এখনও ছাপার হরফে বেশ লিখিতে পারেন। উল্লিখিত মানচিত্রখানি উনি June মাসে আরম্ভ করেন ও ৺পুজার সময় উহা সমাপ্ত হয়।

গুরুদাস বাবু আমাদিগকে তিন খানি মানচিত্র দেখাইলেন; একখানি ভারতবর্ষের, দ্বিতীয় খানি আসিয়া মহাদেশের ও তৃতীয় খানি প্রাচীন ইতালির। প্রথম দুই খানি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অঙ্কিত, তৃতীয় খানি তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কিত। সেই গুলি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। দুই হাত দূর হইতে তাহা অবিকল মুদ্রিত মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা ঐ গুলির চিত্রনৈপুণ্যে চমৎকৃত হইয়াছি। অথচ তাহা বিলাতী মানচিত্র দেখিয়া অঙ্কিত হইয়াছে মাত্র, তাহার উপর কাগজ রাখিয়া নহে। গুরুদাস বাবু পুত্রদিগকে ঐ সকল আঁকিতে শিখাইয়াছেন। আমরা ঐ গুলির প্রশংসা করাতে গুরুদাস বাবু বলেন 'But the credit is due to Peari Babu.'

গুরুদাস বাবুকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি প্যারি বাবুকে

কখনও পরিহাস রসিকতা করিতেদেখিয়াছেন কি না। তাহাতে তিনি বলেন যে প্যারিবাবু সাধারণতঃ Serious mood of mind অর্থাৎ গম্ভীর ভাবে থাকিতেন। তবে তিনি যে কখনও রহস্য করিতেন না তাহা নয়।

একদিন প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা থ্যাকার, স্পিঙ্ক কোম্পানীর দোকান হইতে একখানি বিল আসে। তিনি হিসাব করিয়া গিরীশ বাবুকে সেই হিসাব দেখিতে দিয়া বলেন, 'ইহা Speculative Arithmetic নহে, ইহাতে ভুল হইলে যে কিছু নম্বর কম হইবে তাহা নহে, It means so many rupees, annas, pies.'

আর গুরুদাস বাবু বলেন 'His seriousness was never repulsive, there was sweetness about it, which attracted love and esteem rather than awe and fear.'

একদিন কেবল একজন ছেলে 'Herschel বড় শক্ত, উহা যাহাতে উঠিয়া যায় আপনি সেই বিষয়ে লিখুন' প্যারিবাবুকে ইত্যাদি প্রকার কথা বলায় তিনি বলিয়াছিলেন Well, why this complaining spirit in you ?—তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যে এরূপ বলিয়াছিলেন তাহা নহে তবে একটু 'Offended' অর্থাৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

ছেলেদের এইরূপ ধারণা ছিল যে প্যারিবাবুর কথা শুনিতেই হইবে। তিনিও ছেলেদের অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—আর তিনি তাহাদের সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন তাহা অতি উচ্চ। যথা সময়ে তিনি সকল কার্য্য করিতেন। আর কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন না করিয়া পরিত্যাগ করিতেন না ; এতদ্ সম্বন্ধে গুরুদাস বাবু বলেন 'Thoroughness was his motto.'

তাঁহার একটী ছোট Library ছিল। সেইখানে ছেলেদের

যাইয়া পুস্তকাদি পড়িতে বলিতেন। সে সময়ে অতি অল্প লোকেই পুস্তক ক্রয় করিত। এখন যেমন প্রত্যেক পাড়ায় অন্ততঃ একজনের নিকটেও ২।৪ খানা পুস্তক পাওয়া যায়, তখন সেরূপ ছিল না। তিনি ছেলেদের হাতে চাবি দিয়া যাইতেন। গুরুদাস বাবু প্রভৃতি সেখানে যাইয়া প্রত্যহ অনেক পুস্তক পড়িয়া আসিতেন। তিনি Penny Encyclopœdia হইতে ভাল ভাল বিষয়ে প্রবন্ধ পড়িয়া সকলকে শুনাইতেন। বোর্ডে ছবি আঁকিয়া ছাত্রদিগকে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। Libraryতে আন্দাজ ২০।২৫ জন ছাত্র আসিত। তাঁহার নিকট পড়িলে Boarding systemএর কাজ হইত। গুরুদাস বাবু বলেন তাঁহারা Libraryতে যাইয়া ঐ যে এক ঘণ্টা কাল পড়িয়া আসিতেন, উহাতে তাঁহাদের প্রভূত উপকার দর্শাইয়াছিল।

গুরুদাস বাবু বলেন তিনি এত সুন্দর ভাবে পড়াইতেন যে ছেলেদের মনে সমস্ত গাঁথা হইয়া থাকিত। গুরুদাস বাবু তো এতদিন হইল তাঁহার কাছে পড়িয়াছেন (৪০ বৎসর অতীত) তথাপি তিনি প্রতি সপ্তাহে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে পারেন। আর তাঁহার স্বর এতমৃদু, কোমল, অথচ প্রাণস্পর্শী ছিল যে তাঁহার প্রত্যেক কথা হৃদয়ে আঘাত করিত।

এইবার তাঁহার অতুল কীর্ত্তি 'মাদক নিবারণী সভার' কথা কিঞ্চিৎ বলিব। গুরুদাস বাবু বলেন তখন এইরূপ সভা করা ঠিক সময়োপযোগীই হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বক্তা রামগোপাল ঘোষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যশঃ প্রভায় তখন সমগ্র বঙ্গ উদ্ভাসিত কিন্তু তাঁহারা মদ্যপায়ী ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া এই কুঅভ্যাসেরও অনুকরণ করিতে পারিত।

যে দিন ঐ সভার প্রথম অধিবেশন হয়, সে দিন গুরুদাস বাবু

প্রভৃতি উহাতে উপস্থিত ছিলেন। তখন গুরুদাস বাবু এম, এ, পড়েন। সেই সভায় মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সভাপতি হইবার কথা ছিল কিন্তু তাঁহার বিলম্ব হওয়ায় American Baptist missionary Rev. C. H. A. Dall সাহেব সভাপতিত্বে বরিত হন। সেই সভায় Woodroff সাহেব ও কেশব বাবু বক্তৃতা করেন। কিন্তু উড্রো সাহেবের বক্তৃতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত থাকিলেও বক্তৃতা করেন নাই।

গুরুদাস বাবুর মতে ঐ সভায় অনেক ফল লাভ হইয়াছিল। মদ্যপের সংখ্যা তো হ্রাস হইয়াছিলই ইহা ব্যতীত, গুরুদাস বাবুর নিজের কথা এই 'It set the tide of Public opinion against intemperance.'

নীলমণি বাবুর সহিত প্যারি বাবুর একবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হয়। তাহাতে তিনি বলেন 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না কারণ দেশের সকল লোকের এখনও মানসিক উৎকর্ষ প্রকৃষ্টরূপে লাভ হয় নাই। একজন চাষাকে যদি বল ঈশ্বর নিরাকার, সেতো তোমায় মারিতে আসিবে'।

তিনি একাগ্রতা সহকারে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। দারুণ গ্রীষ্মেও পাখা ব্যতিরেকে তিনি বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না। এত একাগ্রতার সহিত তিনি অধ্যয়ন কার্য্য করিতেন। আর তাঁহার স্বভাব সর্ব্বদা স্থির ছিল। তাঁহার ভিতর আড়ম্বর বা দাম্ভিকতার লেশমাত্রও আভাষ ছিল না।

গুরুদাস বাবুকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। Entrance Examination এর যখন দশদিন মাত্র বাকী আছে তখন গুরুদাস বাবু

পীড়িত থাকা হেতু তাঁহার Receipt খানি আনিতে একটী লোক পাঠান। তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া প্যারি বাবু গুরুদাস বাবুকে এক খানি পত্র লেখেন। তাহাতে গুরুদাস বাবু যাহাতে সত্বর আরোগ্য লাভ করেন সেই বিষয়ে তিনি ঈশ্বর সান্নিধ্যে নিয়ত প্রার্থনা করেন ইত্যাদি প্রকার লিখিত ছিল। গুরুদাস বাবু বলেন উহা এরূপ মিষ্ট ভাবে ও কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে লিখিত হইয়াছিল যে তাহা পাঠ করিয়া উনি রোগের যাতনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ছাত্রদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অধুনা বিরল।

পূর্ব্বে কোন উকীল হাইকোর্টে ভর্ত্তি হইতে গেলে শুধু শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সাধারণ সার্টিফিকেটের পর 'I know nothing against his character' এইরূপ লিখিলেই হইত। কিন্তু গুরুদাস বাবুদের সময় হইতে নিয়ম হয় যে 'I know that he is of good character' এইরূপ অর্থাৎ 'আমি জানি যে এই ছাত্রের চরিত্র নির্ম্মল' লিখিতে হইবে। গুরুদাস বাবু সাটক্লিফ (Sutcliffe) সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট (Certificate) আনিতে গেলে, 'আমিতো তোমার ঘরের কথা জানি না' সাটক্লিফ সাহেব এইরূপ বলেন। তবে Sutcliff সাহেব এই কথাও বলিয়াছিলেন যে ওইরূপ Certificate দিতে, 'I have no objection,' এবং Why don't you try to get one from your own countrymen ? আর তিনি স্বয়ংই বলেন Why don't you go to Pyari Babu কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুও সেই সময় ওকালতীতে ভর্ত্তি হইতে যান। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে Certificate লন। গুরুদাস বাবু প্যারি বাবুর নিকট যাইতেই তিনি ঐরূপ Certificate দিতে সম্মত হন। কেবল

জিজ্ঞাসা করেন 'উহা কে দেখিবে?' কারণ যদি উঁহার কথা না থাকে তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে। গুরুদাস বাবু বলিলেন Trevor সাহেব—যিনি তখন English Departmentএর কর্ত্তা ছিলেন—শুনিয়া প্যারি বাবু হৃষ্টচিত্তে Certificate দিলেন। Trevor সাহেব বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই প্যারিবাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে।

তিনি পায়জামা, চাপকান, ও সাদা কাপড়ের চুনট করা সোলার পাগড়ী মাথায় দিয়া প্রত্যহ পদব্রজে চোরবাগান হইতে Sutcliffe সাহেবের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে আসিতেন। একদিন কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি একখানা গাড়ী করেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ বৃথা অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন কি? ইহা ব্যতীত উহাতে শরীরের পেশী সকলের পরিচালনা হইয়া শরীরেরও যথেষ্ট উপকার হয়।

প্যারিবাবু গুরুদাস বাবুর অত্যুজ্জ্বল ছাত্রজীবনের শেষ এবং তাঁহার হাইকোর্টের উকীল হওয়া পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তো দেখিতেন তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র দেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের অত্যুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাবতীয় সদ্‌গুণে বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

কলিকাতার ফিরিওয়ালা।

আমি গরিবের ছেলে। তেমন বিদ্যাবুদ্ধি নাই, চেহারা দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, পাঠক ত আর তোমার বিবাহ

সম্বন্ধ স্থির করিতে বসেন নাই, তবে অত রূপ বর্ণনা করিতেছ কেন? আমি উত্তর দিব না, চুপ্ করিয়া থাকিব। যদি মৌনই সম্মতির লক্ষণ হয় আমার আপত্তি নাই।

আমার একটি কায চাই। আমার গ্রামস্থ বন্ধু বলিলেন পল্লীগ্রাম অপেক্ষা যদি তুমি একবার কলিকাতায় যাইতে পার তোমার আর চাকরীর ভাবনা থাকিবে না। আমি একটু হাসিলাম। বন্ধুবর বুঝিলেন যে তাঁহার সুযুক্তি পূর্ণ উত্তরটি আমার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্ছেদ পূর্ব্বক দুই একটি অমার্জ্জিত দন্তপংক্তি দেখাইল। কিন্তু আমার হাসিবার কারণ—কায অর্থাৎ কর্ম্ম অর্থে অনায়াসে সকলে চাকরী বুঝিয়া থাকে। নীলকমলের সময় হইতেই এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে। চাকরী যে কর্ম্ম তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কর্ম্ম বলিলেই কি চাকরী বুঝাইবে? অহো! আমাদের কি অধোগতি। সে যাহা হউক আমি একটি চাকরী চাই ইহা সত্য। অতএব বন্ধুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

আমার একজন দূর আত্মীয় কলিকাতায় থাকেন। তাঁহারই বাড়ী থাকিয়া কায কর্ম্মের চেষ্টা দেখিব স্থির করিলাম। আমি খাঁটি পল্লীগ্রামের লোক। আমার চেহারা দেখিলেই কেমন লোকের সুড়সুড়ি লাগে, তাহারা অমনি একটু হাঁসিয়া ফেলে। যাহা হউক কলিকাতায় আত্মীয়ের বাসায় জামাই আদরে প্রথমদিন সেবা দিলাম। আত্মীয়কে আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন আজ কাল চাকরীর বাজার বড় খারাপ। পরে জানিলাম আজকাল কেন, চিরকালই সকলে সকল কর্ম্মপ্রার্থীকে দ্বিধাশুন্য হইয়া প্রথমে ঐ উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া আমার অন্তঃকরণটা একটু চঞ্চল হইল। ভাবিলাম বন্ধু বলিয়াছিল কলিকাতায় চাকরী খুব সুলভ

হয়ত সম্প্রতি বাজার চড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের হাটে অমন কতদিন সুতার বা নীলের বাজার হটাৎ চড়িয়া গিয়া থাকে। এত শীঘ্র বাজার চড়িবে এজন্য অদৃষ্টকে ধিকার দিলাম, কিন্তু একবারে হতাশ হইলাম না। মনে করিলাম এইখানে থাকিয়া সহরের চাল চলন শিখিয়া লই। পরে সহরের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে আর চাকরী পাইবার কষ্ট থাকিবে না। পর দিবস আহারাদির পর আর চিরঅভ্যস্থ একটু নিদ্রা না দিয়াই অমনি রাস্তায় বাহির হইলাম। পাছে হারাইয়া যাই এজন্য বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া লইলাম, আর আমায় সহর দেখাইয়া দিবে বলিয়া আত্মীয়ের অনুমতিক্রমে রায় মহাশয় নামে তাঁহার সরকারকে সঙ্গে লইলাম। রায় মহাশয় নিরীহ প্রাচীন লোক। অনেকদিন হইতে আমার আত্মীয়ের সংসারে আছেন। তিনি বড় অমায়িক লোক, আমার সহিত বেশ মনের মিল হইল।

আমরা দুই একটি মোড় পার হইয়াই একটি লোক দেখিলাম তারস্বরে 'কর্ম্মোও' বলিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। আমি তাহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াই রায় মহাশয়ের গা টিপিলাম। রায় মহাশয় উঃ কিও! বলিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম দেখিতেছ না যে জন্য আমার কলিকাতায় আসা তাহাই ওই বৃদ্ধ সাধিয়া বেড়াইতেছে। রায় মহাশয় ফ্যাল্ ২ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে হাজির হইলাম এবং মিনতি করিয়া বলিলাম বাপুহে আমি ত কর্ম্মের জন্য লালাইত, আমায় একটি কর্ম্ম দিতে পার? বৃদ্ধ হয় কানে কম শুনে, নতুবা আমায় পল্লীগ্রামের লোক দেখিয়া তামাসা করিয়া বলিল 'এজ্ঞে কতটা ছ্যাঁড়া দেখি?' আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রায় মহাশয়ের দিকে চাহিলাম,

দেখিলাম তিনি হাঁসিয়াই খুন। প্রকৃতিস্থ হইয়া রায় মহাশয় বলিলেন আরে পাগল কর কি? ওযে রিপুকর্ম্মওয়ালা ওর কাছে কি কর্ম্ম মেলে? ও লোকের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে মাত্র। গরিবের ছেলে তেমন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে ইনি রিপুত্যাগ করিয়া আমার মত লোককে কর্ম্ম ফেরে ফেলিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন? যাহা হউক আমি রায় মহাশয়ের কাছে ফিরিওয়ালা চিনিলাম। তিনি শিখাইয়া দিলেন যে যাহারা রাস্তায় হাঁকিয়া যায় তারা ফিরিওয়ালা। কিন্তু অনেকদূর হাঁটিয়াও ফিরিওয়ালা কি বলে তাহা বুঝিলাম না। তাহাদের অনেককে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইল কিন্তু যে ভাষায় তাহারা চীৎকার করে তাহার ক খ ও শিখিলাম না।

চোঁ করিয়া কানের কাছদিয়া 'শান্ শান্' করিয়া একজন সাপের মন্ত্র বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম ইনি একজন ফিরিওয়ালা, কাঁধে একটা বড় চাকা দেখিয়া ভাবিলাম গাড়ীবিক্রী করিতেছে। আমার এক খান ছোট ভাঙ্গা ছাগলের গাড়ীর বরাত ছিল; ইহার দর কত রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন ও অস্ত্রশান দিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওরা তত স্পষ্টবক্তা না হইলেও হাতের জিনিষ দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য রায় মহাশয়ের প্রতি কথায় আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে।

একব্যক্তি চেঙ্গারি মাথায় করিয়া 'চেঁড়েচাই' হাঁকিতেছে। আমার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে রায় মহাশয়কে এক পয়সার চিঁড়ে কিনিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন নিকটে চিঁড়ে পাওয়া যায় না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ফিরিওয়ালার মাথায় এক চেঙ্গারি চিঁড়ে ছিল, এমন কি কামিনী ধানের চিঁড়ের গন্ধ পর্য্যন্তও পাইলাম। আর রায় মহাশয় কিনা একটি পয়সার মমতা করিয়া অনায়াসে আমায়

বলিলেন চিড়ে নিকটে পাওয়া যায় না! রায় মহাশয় আরও কএক বার এইরূপে আমায় ভুলাইয়াছিলেন বেশ জানি। এক জন লোক স্পষ্ট করিয়া 'চিনি আছে, সুজি আছে জল নেই' হাঁকিয়া গেল, আর পরক্ষণেই আমি জিজ্ঞাসা করিলে রায় মহাশয় অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলেন ওসব কিছুই ওর কাছে নাই। কেন. সত্য বলিলেইত হইত, আমি না হয় দেশে লইয়া যাইবার জন্য সেরখানেক চিনি ও পাঁচ পোয়াটাক সুজি কিনিয়া রাখিতাম। আর যদি বল ফিরিওয়ালারা মিথ্যাবাদী তাহাদের নিকট যাহা থাকে সর্ব্বদা তাহা সত্য বলে না। তাই বা কেমন—ওমা মিথ্যাকথা ভাবিতেছি মাত্র অমনি একমাগী "খ্যাংরা নেবে গো" বলিয়া তাড়া করিয়া আসিল। দেখিলাম সত্য সত্যই মাথায় একবোঝা। "না না" করিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম আর একটু হইলেই আমাকে সম্মার্জ্জনি গছাইয়াছিল। ইহারা কি মনের কথা বুঝিতে পারে? ঝাঁটাওয়ালী ব্যতীত আরও দুই একটি মহিলা ফিরিওয়ালী দেখিলাম। বোধ হইল ইহারা ছদ্মবেশী ঋষিপত্নী। আমি পল্লীগ্রামের লোক হইলেই বা; অগ্নি কি কখনও ভস্মাবৃত থাকে? ইহাদের নিঃস্বার্থ বিক্রয় প্রণালী দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম, রায় মহাশয়কে আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় নাই। ইহার আর জানিবার আছে কি? স্ত্রীলোক বলিয়া যাইতেছে "বাত ভালো করি ব্যথা ভালো করি" আহা! বলদেখি অসার থলু এসংসারে কে কাহার ব্যথা ভাল করে? বাত ব্যাধি যে ভাল হয় না তাহার প্রমাণ আমাদের নিজ গ্রাম হইতেই এককুড়ি সংগ্রহ করিতে পারি। এ স্ত্রীলোক বাত এবং ব্যথা ভাল করে আরও ইনি বলিতেছেন "দাঁতের পোকা বার করি, শিঙ্গে ফোঁকাতে পারি"। অর্থাৎ সামান্য দাঁতের পোকার যন্ত্রনা হইতে একেবারে ভবযন্ত্রনা দূর করিয়া দিতে পারেন।

একি সাধারণ স্ত্রীলোকের কায? স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও সম্যক জ্ঞাত নহেন, রায় মহাশয়কে আর কি জিজ্ঞাসা করিব।

যেমন দেবচরিত্র আছে তেমনি আবার অধম অবতারও ফিরিওয়ালাদের মধ্যে অভাব নাই। এই দেখুন না এক পাপিষ্ঠ "রুটিবিষ্" অর্থাৎ রুটির সহিত বিষ মাখাইয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহাও ভবযন্ত্রনা লাঘবের একটি উপায় বটে, কিন্তু কি নিকৃষ্ট উপায়।

পাপিষ্ঠ বিক্রিওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কথাই কয় না। তাহাদের মাথামুণ্ড কি যে পন্য দ্রব্য, আমি সারা সহর ভ্রমণের জ্ঞান লাভ করিয়াও তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয়ের যদি জানা থাকে বলিয়া দিবেন।—একজন লোক একখানি কাঁশী (নাকি সুরে বারানসীর চলিত কথা) একখণ্ড কাষ্ঠ সহযোগে থন্ থন্ ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজাইয়া চলিয়াছে, মুখে রা টি পর্য্যন্ত নাই কিন্তু শব্দে দেহ শিহরিত, কর্ণ বিদারিত, মাথা রিরীকৃত। ভদ্র লোকের দুই প্রহরের সময় পথের ধারের ঘরে একটু স্থির হইয়া ঘুমাইবার যোটি নাই। কেনযে সুখসুপ্তি ব্যাঘাতের জন্য কলিকাতার লোকে এই বাক্‌হীনবিক্রিওয়ালাদের মাথাভাঙ্গিয়া বাগার্থ প্রতিপত্তি জন্মাইয়া দেয় না ইহাই আশ্চর্য্য। পূজা বাড়ীতে বলিদানের সময় এক একটি লোক এইরূপ বাদ্যকরে, তাহারা কি বিক্রয় করে এবার দেশে গিয়া অনায়াসেই সন্ধান লইব। অথবা ইহারা বলিদানের পূর্ব্বাহ্নিক মাঙ্গল্যবাদ্যে লোকের কল্যান সাধন করিয়া বেড়াইতেছে।

ধোবা ফিরিওয়ালাদের মধ্যে কাহারও হস্তে একতাড়া চাবী দেখিয়াছি। তাহারা অনবরত সেই বৃহদ্‌গুচ্ছ ঝম্ ঝম্ করিয়া অকারণ পথিকের মন খারাপ করিয়া দেয়।

আর এক শ্রেণীর চীৎকারের অর্থবোধের জন্য টিকাকার

প্রয়োজন। আমার ন্যায় বিদেশীয়ের সম্মুখ দিয়া যদি ডাকিয়া যায় "ব্রেশ্" কানের ভিতর দিয়া মরমে গো পশিলেও বলুন দেখি আমি কি বুঝিলাম? ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ফিরিওয়ালার মুখ পানে চাহিলাম। সেও থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এদিক ওদিক তাকাইয়া আবার শুনাইল "ব্রেএশ্" আমিও বুঝিলাম বেশ্।

আমি অর্থসংঘটন করিতেছি আর একজন হাঁকিল "উওঘোটি"। দেখিলাম হাতে ঘটি নাই অথচ থাকিয়া থাকিয়া "ও ঘোটি" করিতেছে, কাযেই আমার মনে হইল এ ঘটিচোর। সহরের কায়দা সমস্তই, এখানে বুঝি চোরেরা হাঁকাহাঁকি করিয়া চুরি করে। ইনি কিসের চোর তাই চীৎকার করিয়া জানাইতেছেন। ইহাদের অপেক্ষা বড়দরের চোরেরা "ঘটিবাটি-গাড়ু-পিল্‌সুজ" সরাইবার কথাও বলিয়া যায় শুনিয়াছি। সহরে দুইএকদিন ঘুরিয়াই এই সকল ফিরিওয়ালার ধাত মারিয়া দিয়াছি। এই জ্ঞানবৃদ্ধি নিশ্চয়ই পরে আমাকে চাকরী-লাভে বিশেষ সহায়তা করিবে।

ফিরিওয়ালাদের একটী স্বতন্ত্র সুরজ্ঞান আছে। এক বরফ-ওয়ালাই দশরকম সুর বাহির করিতে পারে। একটু শিক্ষালাভ হইলেই কাহারও বেশ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায় যথা, "সকের জলপান ঘুগ্নিদানা। চিনের বাদাম নকল দানা॥" আমি অক্ষর গণিয়া দেখিয়াছি দুই চরণে সমান মিল আছে। অর্দ্ধশিক্ষিত ফিরিওয়ালাও অনেক যথা, "পাকা পেঁপে, কচি শশা" ওয়ালা। লোকটি বেশ দুটি চরণ ঠিক করিয়াছে কিন্তু তাহার মিল্ জ্ঞান নাই। কচিশশার সহিত কি কখনও পাকা পেঁপে মেলে? যদি কচিই তাহার বিক্রেয় হয় তবে তাহার সহিত আর একটি কচি মিলাইয়া দিগ—অথবা পাকায় পাকায়। শিক্ষিত ফিরিওয়ালাদের মধ্যে "জারে কালেমো বেল

মোরব্বা হজ্‌মীগুলি কাসুন্দি কুলের আচার" যাহারা ফিরি করে তাহারা বড় মূর্খ। একেতো উচ্চারণেই দোষ। তা নাহয় স্বীকার করিলাম যাহারা কাসুন্দি কুলের আচার বিক্রয় করে তাহাদের মুখে লালার আধিক্য প্রযুক্ত তত স্পষ্ট কথা বাহির হয় না, কিন্তু এতগুলি দ্রব্য লইয়া মিল্ করিয়া বিক্রয় করিতে পারে না কি? দুই স্ত্রীতে অথবা দুই ভাইতে যেন মিল হয় না, তাই বলিয়াই কি এতগুলো শব্দ এলোমেলো বকিয়া যাইতে হইবে। কেন বলুক না—'জারে কালেমো বেল্। মোরব্বা হজ্‌মী শেল্। কুল কাসুন্দি গেল্॥

"সকের জলপান সাড়ে বত্রিশ ভাজা" ওয়ালা বড় সত্যবাদী। তাহার একটি ভাজা অসম্পূর্ণ বলিয়া সে কখনও তেত্রিশভাজা হাঁকে না। হায়, পৃথিবী যদি এইরূপ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিপূর্ণ হইত।

এখানকার ফিরিওয়ালাদের কাছে প্রায় সকল জিনিষই পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফিরিওয়ালারা ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের বিক্রেয় দুই একটি জিনিষের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়। আর যাহাদের সঞ্চয় অধিক তাহারা কত জিনিষের নাম ধরিয়া চীৎকার করিবে? মহদন্তঃকরণের লক্ষণই অল্পভাষী। এইরূপ একটি বড় ফিরিওয়ালা প্রায় "বিক্রি" বলিয়া ডাকে। কি যে বিক্রয়ার্থ আছে খুলিয়া বলিল না। কিন্তু যাহারা রতন চিনিল তাহারা বুঝিল ইহার নিকট সংসারের অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ আছে।

বিক্রিওয়ালারা সকল ভাষাতেই বিক্রয় করিয়া থাকে। যে যে ভাষাবিদ্ সে সেই দ্রব্য কেনে যথা, ভারতবর্ষীয় আয়না বেচিতে আসিলে কুলকামিনীরাই কিনিবেন। ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া Indian Mirror বলিয়া বেচিলে আবার আপিষের বাবুরা কেনেন। ইংরাজীতে 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' আসিলে বাবুসাহেব চা খাইতে খাইতে

হাত বাড়াইবেন। কিন্তু তর্জ্জমা করিয়া রাজনীতিজ্ঞ বলিলে কেহই ঘেঁসিবেন না।

আমার বিবেচনায় এখানকার সকলেই ফিরিওয়ালা। যে ভাল করিয়া ফিরি করিতে পারে তাহার খরিদ্দার অনেক লাভও যথেষ্ট। যে একার্য্যে অপারগ বা অপটু তাহার প্রচুর উত্তম দ্রব্য সত্বেও খরিদ্দার নাই। এক জন কালেজে পড়িয়া অনেক বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বেশ দখল আছে, কিন্তু সে ভাল ফিরিওয়ালা নহে বলিয়া খাঁটি সোনার পরিবর্ত্তে তাহার সামান্য দুপয়সা রোজগার হয় না। অপর এক জন মূর্খ তাহার মূর্খতা ফিরি করিয়া বেশ দু পয়সা ক্ষৌরি করিতেছে। রায় মহাশয় বলেন ইহার খুব কপাল জোর; আমি বলি ইহার খুব গলার জোর। জোর গলায় যাহা তুমি বলিয়া যাওনা কেন লোকে তোমায় আদর করিয়া ডাকিবে। আবার তাহার সহিত যদি একটু নূতনত্ব মিসাইয়া রকমারি করিতে পার তোমার আর ভাবনা থাকিবে না। একটা ফিরিওয়ালি দৃষ্টান্ত দিয়াই দেখাই।

এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলে ঘরে কিছু নাই, অথচ ১০ টার ভিতর বাজার করিয়া আহার আবশ্যক, নচেৎ পিত্ত পড়িবে। তুমি যদি ভাল ফিরিওয়ালা হও তোমার ভাবনা কি? গামছা কাঁধে করিয়া বিকৃত স্বরে সপ্তমে বলিয়া যাও "গুওর ব্যাটাশালা"। দুই পা না যাইতে যাইতে কোন বড় লোকের অন্দর হইতে ঝি আস্তেব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া তোমায় ডাকিবে ও "কুয়োর ঘটি তোলা"। তুমি একটু চাল চালিলেই দেখিবে তাহাদের তেল মাখিয়া তাহাদের ঘরে স্নান করিয়া আটটি পয়সা ট্যাকে করিয়া বাজারের দিকে যাইতেছ।

আমি কতবার ফিরিওয়ালা বলিলাম। ইহাতে পাঠক মহাশয়

বোধ হয় পাঠক মহাশয় রুষ্ট হইতেছেন, কারণ কলিকাতায় এক কথা বেশীবার ব্যবহার করা কুরুচি অথবা পাগলামির পরিচায়ক। পাঠকের নিকট পৌছিবার আগে অক্ষর সংযোজক (কম্পোজিটর নাম ধারী ছাপাখানার অন্যতম ভূত) এক দফে নীরবে চটিয়াছেন। এখন ইহার বদলে অপর কথা ব্যবহার করিবার প্রশস্ত সময়। ফিরিওয়ালার কর্ম্মভেদে অনেকগুলি নামান্তর আছে তাহা আমি স্বজ্ঞানে শিখিয়াছি। যাহারা জুড়ি গাড়ী বাড়ী ইত্যাদি ফিরিকরে তাহাদিগকে দালাল বলে। যাহারা বরকন্যা ফিরিকরে তাহারা ঘটক। যাহারা বাক্যসুধা ফিরি করে তাহারা কথক। যাহারা বাক্যবাণ ফিরি করে তাহারা চাটুকার। যাহারা চাকরীর চেষ্টায় ফেরে তাহারা উমেদার—যেমন সম্প্রতি আমি একজন।

এতদূর আসিয়া আমার আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমাতে ফিরিওয়ালাতে অভেদাত্মা জ্ঞান জন্মিল। এখনও চাকরী জুটিতেছে না কেন?

প্রয়াসে 'চাকরীর বিজ্ঞাপন' বাহির হইয়াছিল। আত্মীয়ের অজ্ঞাতে রায় মহাশয়ের উত্তেজনায় একটী দরখাস্ত করিয়াছিলাম কিন্তু আমার এত এলেম-সত্বেও শুনিলাম আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি আবেদন করিয়াছেন; তন্মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার শ্বশুর ও তাঁহার স্ত্রীর বন্ধুর স্বামী যাহাদিগকে সুপারিস করিয়াছেন তাহারাই চাকরীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্বরূপ সম্প্রতি শিক্ষানবিশী করিতেছেন। যদি অতঃপর একজন ফিরিওয়ালা তত্ত্ববিদ্ আবশ্যক হয় রায় মহাশয়ের কেয়ারে আমায় লিখিবেন আমি বেকার আছি। আর এতটা লিখিয়া আপনাদের পাতা পুরাইয়া উপকার করিলাম তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধার্থে আমায় মাসে মাসে এক খানি করিয়া 'প্রয়াস' পাঠাইবেন। ইহা আমার আইন অনুসারে প্রাপ্য। অলমিতি।

সাধারণ শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জাতীয় শিক্ষা জাতীয় ভাষায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। এখনকার যে ছাত্রবৃত্তি মাইনর প্রভৃতি প্রাইমারি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোন ফল হয় না। কারণ বাঙ্গালাভাষা বলিয়া যেটুকু সুবিধা হইত তাহা পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বে হইতে পারে নাই। ৮। ১০ বৎসর বয়স্ক বালক কখনই জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত প্রভৃতি উৎকট বিষয় সকল শিক্ষা করিতে সমর্থ নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালীরা কেবল মুখস্থ বিদ্যায় পটু। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না যে কেন তাহারা মুখস্থ করে। যখন তাহারা বাঙ্গালা বই পড়ে তখন বিষয়ের গুরুত্ব বশতঃ বুঝিতে না পারিয়া কেবল মুখস্থ করে, আর যখন ইংরাজী বই পড়ে তখন ইংরাজী কথায় না বলিলে কেহ বিদ্বান বলিবে না বলিয়া বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ইংরাজী কথা মুখস্থ করিতে বাধ্য হয়। যাহা হউক এইরূপে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ায় কোন ফল হইবে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনে বল সঞ্চার। মনে বল থাকিলে মানুষ শত বাধা অতিক্রম করিয়া উন্নতি করিতে পারে। বাহিরের কার্য্য কেবল অন্তরের তেজ পরিচায়ক মাত্র। বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া যেমন তাহা সাধারণের অনুপযোগী হইয়া বহুল প্রচার হয় নাই, তেমনি তাহা আন্তরিক সাহস জন্মাইতে পারে নাই। কারণ প্রথমে নিজ ভাষায় বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া যতটা পরিপক্কমতি হইলে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার ক্ষমতা জন্মায় আমাদের ততটা না হওয়ায় ইংরাজী কথাবার্ত্তা আমাদের মুখে তেমনি শোভা পায় যেমন দাঁড়কাকের

পুচ্ছে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইয়াছিল। পদে পদে লাঞ্ছিত হইলে কাহারও মন সতেজ থাকে না, সদা ম্রিয়মাণ থাকিয়া ক্রমে হীনবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া যায়।

ইংরাজী সভ্যতা প্রণোদিত উন্নতি গুলি লাভ করিতে হইলে ইংরাজী কথা শিখিলে চলিবে না, ইংরাজী প্রথা শিখিতে হইবে। ইংরাজের প্রধান বল ইংরাজীভাষা। ইংরাজ যতদিন লাটীন গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করিত ততদিন ইংরাজের জোর হয় নাই; যেদিন হইতে ইংরাজীতে সভ্য সমাজে কথা কহিতে শিখিয়াছে সেইদিন হইতেই ইংরাজ বলবান হইয়াছে। ভাষাই জাতীয় পার্থক্য পরিচায়ক। বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা ভাষায় কথা না কহে, না লেখে, তাহা হইলে তাহার বাঙ্গালিত্ব কোথায় রহিল? আমি দশ রকম ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারিলেও আমার গৌরব বাঙ্গলা লেখার উপর নির্ভর করিবে, কারণ বাঙ্গালা আমার নিজের জিনিষ। মাইকেল মধুসূদন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ইংরাজী লেখা ইংরাজেরও অনুকরণীয় ছিল; কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইংরাজ সমাজে কেহ তাঁহার নাম ভ্রমেও মনে আনে না কিন্তু বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহাকে চেনে ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে কেন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়াও উচিত নহে। কারণ উভয় ভাষার পক্ষেই এই মহৎ আপত্তি আছে যে তাহারা স্বাধীন চিন্তার উৎপত্তিতে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মায়। যদিও সংস্কৃতের সহিত ইংরাজীর তুলনা হইতে পারে না, কারণ সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা করিলে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি

ও আবিষ্কার প্রভৃতি শিক্ষার পক্ষে কিছু ব্যাঘাত জন্মিতে পারিত মাত্র কিন্তু ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, ক্রিয়া কলাপ, এবং নিজের ভাষা পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। হইতে পারে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ায় অনেক অধম শ্রেণীর লোক লেখা পড়া শিখিয়াছে যাহারা সংস্কৃত চাল বজায় থাকিলে (সংস্কৃত শিক্ষা করিতে গেলেই সংস্কৃত চাল আপনিই চলিত) লেখা পড়া হয় ত শিক্ষা করিতে পারিত না। কিন্তু তাহাতে দেশের উপকার কি হইয়াছে? তাঁতি, কুমার, কামার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা লেখা পড়া শিখিয়া স্বস্ব জাতীয় ব্যবসায়ের কি কিছু মাত্র উন্নতি করিতে পারিয়াছে? উল্টে ত ঐ সকল ব্যবসায় একেবারে লোপ পাইয়া যাইতেছে। তাঁতিরা ইংরাজী শিখিয়া আপীসে চাকুরী করিতে বা আদালতে ওকালতী করিতে না গিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিদের মত উন্নত প্রকারে কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিলে কি তাহাদের মানের কিছু খর্ব্বতা হইত বা তাহাদের অর্থের কিছু অনটন হইত? কুমারেরা রাণীগঞ্জের পটারি ওয়ার্কের মত কারখানা খুলিলে ভাল হইত, না তাহারা ইঞ্জীনিয়ার হইয়া সেখানে বড় চাকুরী করিতেছে তাহা ভাল? অবশ্য ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া কোন ব্রাহ্মণেতর জাতি কখনও ইহা মনে করে নাই যে যে সকল শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে তাহারা বঞ্চিত ছিল সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহারা আপন আপন অবস্থা উন্নত করিবে। কিন্তু যদি ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল প্রকৃত ভাবে উন্নত না হইয়া থাকে এবং ভারতবাসী জনসাধারণের ইউরোপীয় উন্নতিলাভ করিবার পক্ষে ইংরাজী ভাষার বিশেষ আবশ্যক না থাকে তাহা হইলে ইংরাজী ও আমাদের নিকট সংস্কৃতের ন্যায় মৃত ভাষা

বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ উভয় ভাষাই আমাদের আয়ত্বাধীন নহে।

সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিলে এবং ইংরাজী ভাষাও এদেশের লোকের পক্ষে অনুপযুক্ত স্থির হইলে অবশেষে স্বদেশীয় ভাষাই বাকি পড়ে। স্বস্ব দেশীয় ভাষার শিক্ষা দিবার বিপক্ষে কি কি যুক্তি দর্শান হইয়াছিল তাহা বলা যায় না কিন্তু ইহা বোধ হয় নিশ্চয় উত্থাপন করা হইয়াছিল যে যদি বাঙ্গালী বাঙ্গলাতে, হিন্দুস্থানী হিন্দিতে, মহারাষ্ট্রীয় মহারাষ্ট্রিতে দ্রাবিড়ী তৈলঙ্গীতে, লেখা পড়া শেখে তাহা হইলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত কথোপকথন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা কাযের আপত্তি নহে। যদি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বস্ব জাতীয় ভাষায় নিজ নিজ উন্নতি দেখাইয়া অপর সাধারণের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে এক এক অন্তর্জাতীয় (international) আইনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে ভারত বাসীরাই বা না পারিবে কেন? বিশেষতঃ ঘরের উন্নতি করিয়া তবে পরের উন্নতির দিকে দেখা উচিত। দ্রাবিড়ীতে ও হিন্দুস্থানীতে কিসে মিলিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি, কিন্তু এদিকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালী ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া যাইতেছে। শিক্ষিতের কথা অশিক্ষিত উড়াইয়া দেয়, অশিক্ষিতের কথা শিক্ষিত ঘৃণা করে।

দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার বিপক্ষে আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে সকল ইউরোপীয় উন্নতি শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তদ্বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় পুস্তক নাই। কিন্তু এ আপত্তিও অন্তঃসারশূন্য। এদেশের সর্ব্ব সাধারণের জন্য উপযোগী করিয়া যখন ইংরাজী পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল, তখন কি ইংরাজী পুস্তক

হইতে উন্নত ভাব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক লেখা হইত না? পুস্তকাভাবে শিক্ষা স্থগিত থাকিত না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'চরিতাবলী' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি পুস্তক ইহার উদাহরণ স্থল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাতীয় উন্নতি করিতে চাহিলে জাতীয় ভাষার উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা না করিলে আমাদের কি কি দোষ আছে, কি কি অভাব আছে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না। ইংলণ্ডবাসীদের যা অভাব তাহার বিষয়ই কেবল ইংরাজীতে আলোচিত হয় সুতরাং আমরা যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিতে যাই তাহা হইলে তাহাদের অভাব দেখিয়াই লিখিতে হইবে আমাদের অভাব দেখিয়া নহে। হিন্দু সমাজ সংস্কারের ন্যায় অনেক বিষয় আছে যাহাতে ইংরাজ সমাজের আদৌ সহানুভূতি নাই এবং থাকিতে পারে না, তাহা ইংরাজীভাষায় লিখিলে দেশের হাজার করা এক জন লোকের পাঠোপযোগী হইবে, সুতরাং তাহাতে কোন কাযের সুবিধা হয় না। এই নিমিত্ত জাতীয় ভাষার প্রচলন একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষার কুফল হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে ইংরাজী ছাঁদে টেক্‌নিকাল স্কুল, আর্টস্কুল ভেটেরিনারি স্কুল প্রভৃতি নানাবিধ স্কুল স্থাপন করিয়া নানাবিধ ইংরাজী পুস্তক পড়াইলে চলিবে না, যে হেতু এসকল প্রকার স্কুলের ছাত্রেরা পরে কেবল চাকুরী অন্বেষণ করিবেই করিবে। নিজের ভাষায় শিক্ষা না পাওয়াতেই এই দোষ জন্মিতেছে। এই হেতু স্বস্ব দেশীয় ভাষায় যাহাতে সাধারণ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য; ইংরাজী ভাষাকে গৌণ ভাষা (second language) এবং দেশীয় ভাষাকে মুখ্য ভাষা করিয়া

শিক্ষা ও পরীক্ষা সমস্তই দেশীয় ভাষায় হওয়া উচিত। এতদর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও আসামী, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি ও উর্দ্দু, বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল, তৈলঙ্গী ও ব্রহ্ম ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষা করা হউক। বি, এ, ডিগ্রি অবধি কেবল ইংরাজী সাহিত্য মাত্র ইংরাজী ভাষায় পড়ান হউক অন্য সকল বিষয়ই দেশীয় ভাষায় শেখান হউক। তবে এম, এ, আইন, এবং ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ান ও পরীক্ষা ইংরাজিতে যেমন হইতেছে তেমনি হইতে পারে।

আধুনিক শিক্ষার সমস্ত দোষ যে কেবল দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিলেই যাইবে তাহা নহে। বিশ্ববিদালয়ের সংস্কারের সহিত বিদ্যালয় গুলির সংস্কারও আবশ্যক, আধুনিক বিদ্যালয় প্রথার প্রধান দোষ এই যে ইহাতে ছাত্রগণের প্রকৃত তত্ত্বাবধারণ করা অসম্ভব। শিক্ষা অর্থে পুস্তক পাঠ নহে, পুস্তকনিহিত উপদেশানুযায়ী কার্য্য বুঝায়। নম্রতা বিষয়ক অনেক পুস্তক পাঠ করিলেই শিক্ষা হয় না ব্যবহারে নম্রতা দেখাইলেই শিক্ষার পরিচয় দেওয়া হয়। এই প্রকারে উপদেশানুযায়ী কার্য্য শিক্ষার পক্ষে আধুনিক বিদ্যালয় সমূহ সম্পূর্ণ অনুপযোগী। হিন্দু প্রথানুসারে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ বাস করিত এবং এখানকার বিলাতী প্রথানুসারে বোর্ডিংএ ছাত্রগণ বাস করে। এই উভয় প্রথানুযায়ী ছাত্র নিবাস থাকাতে গুরু, শিষ্যের সকল প্রকার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে সুবিধা পান এবং ছাত্রগণ প্রথম হইতেই সদ্ব্যবহার ও বাধ্যতা কার্য্যে করিতে শিখিয়া ক্রমে সর্ব্ব সদ্‌গুণালঙ্কৃত হইয়া উঠে। আধুনিক বিদ্যালয়ে এপ্রকার শিক্ষা কিছুই হয় না। আবার স্কুলের বাহিরে যে কার্য্য করিবে তাহারও পথ বন্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকের তালিকা

এত দূর বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে বালকেরা কেবল মাত্র খাবার ও ঘুমাইবার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সময় ব্যতীত সকল সময়ই পাঠ অভ্যাসে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। ফলে বিদ্যাশিক্ষায় কলঙ্ক হইয়াছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে যেরূপ অসদ্ব্যবহারান্বিত, ভক্তিহীন, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ও হিতাহিত বিবেচনা বর্জ্জিত লোক দেখিতে পাওয়া যায় তেমন মূর্খদের মধ্যে দেখা যায় না।

এক্ষণে যাহাতে হিন্দু প্রথানুসারে চতুষ্পাঠী অথবা বিলাতী প্রথানুসারে বোর্ডিং স্কুল হয় তাহারই চেষ্টা করা আশু প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু বোর্ডিং স্কুল ব্যয়সাধ্য। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে গেলে বালক প্রতি ১৫৲ টাকা মাসিক খরচ পড়িবে। ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং যদি বোর্ডিং প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বেকার চতুষ্পাঠী প্রথা চালান হউক। মিশনরিরা প্রথমে স্কুল করিয়া চতুষ্পাঠী প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে। তাহাদের অকাতর পরিশ্রমে চতুষ্পাঠীর সকল কার্য্যই তাহাদের স্কুলে সাধিত হইত; তাহারা ছাত্রদিগকে স্কুলে পড়াইত এবং সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ছাত্রদের ব্যক্তিগত কার্য্যের সহায়তা করিত; কিন্তু মিশনরিরা ভিন্ন যখন অন্য লোকেও স্কুল করিতে আরম্ভ করিল তখন লোকে ভাবিল না যে কেবল স্কুলই চতুষ্পাঠির পরিবর্ত্তে যথেষ্ট নহে; ইহার উপর স্কুলের বাহিরে ছাত্রগণের তত্ত্বাবধারণের জন্য যে মিশনরিদের অকাতর পরিশ্রম ছিল তাহাও প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষায় এইরূপে যে বিষ প্রবেশ করিল তাহার জ্বালায় এখন সমগ্র দেশ ছটফট করিতেছে; এখনও যদি ইংরাজী ঢঙে চলিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে আরও

ব্যয় করিয়া বোর্ডিং না করিলে দেশের দুর্দ্দশা রাখিতে ঠাঁই থাকিবে না। এখন শতকরা বার জন মাত্র ইংরাজী পড়িয়া শিক্ষিত হইয়াই মা বাপের, ভাত বন্ধ হইয়াছে, শতকরা ৫০ জন শিখিলে না জানি তাঁহাদের কি দুর্গতি হইবে।

উপসংহারে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিতে এবং ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা না পাইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করি। বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তাহাতে ইহার উপযুক্ত পর্য্যালোচনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তবে মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে অতি সামান্য সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে ভাবিয়া আমার এই কিঞ্চিৎ অংশ তচ্চরণে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মানস-পরিণয়।

(১)

বৈশাখ মাস। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। বিঘগ্রামে মুখোপাধ্যায়দের ছাদের উপর দুইটী বালিকা, শৈলবালা ও হেমলতা, উপবিষ্টা। ছাদ বিস্তৃত, ছাদের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান, পশ্চিমে আম্রকানন অনতিদূরে একটী মন্থরগতি ক্ষীণকায়া নদী। শৈলবালা কুমারী, হেমলতার অঙ্গে বিবাহচিহ্ন বিদ্যমান, উভয়ে সমবয়স্কা। উভয়েই সুন্দরী, ঈষদ্বিকশিত চৈনিক ক্যামেলিয়া ফুলের মত; পরন্তু শৈল-

বালার রূপমাধুরীতে কি যেন একটু "ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী" ভাব, যাহা হেমলতার নাই, যাহা রূপসিগণের মধ্যেও অতি বিরল। ছাদের বহির্বাটী সংলগ্ন একটী দ্বারপথে একজন যুবাপুরুষকে আসিতে দেখিয়া দুইটী বালিকাই উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা অগ্রসর হইয়া বলিল "দাদা বাবু ছাদে শুইবেন কি, বালিস আনিয়া দিব ?"

যুবক বলিলেন "আন"।

হেমলতা নিম্নতলে যাইবার সময় বলিয়া যাইল "অমনি মা শুয়েছেন কি না দেখিয়া আসি।"

শৈলও হেমলতার অনুগামিনী হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু তাহার গতিপথে বাধা পড়িল। যুবক তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "শৈল পালাও কেন, হেম এখনি আসিবে। তোমার সহিত আমার দুই একটী কথা আছে।"

শৈল নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ। সে একবার যুবক অনন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই অধোমুখী হইল। কিন্তু সেই সরল চাহনি অনন্তকুমারের কাব্যরসাসক্ত জীবনকে তড়িৎবেগে পদ্যময় করিল। তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, যে তাঁহার সম্মুখস্থ ব্রীড়াসঙ্কুচিত মুখখানি অধিক সুন্দর, কি তাঁহার মস্তকোপরি শুভ্রসূক্ষ্ম মেঘাবরণ মধ্য হইতে পরিদৃশ্যমান চাঁদটী অধিক সুন্দর। কিন্তু এ সন্দেহ ক্ষণিকের জন্য, কারণ তিনি চন্দ্রের প্রতি আর চাহিলেন না, তাহার রজতকিরণ-বিভাসিত ধরিত্রীর ঘুমন্ত মুখচ্ছবির দিকেও ফিরিলেন না, এবং নদীর পরপারে এক জন মধুরকণ্ঠে গীতলহরী তুলিয়াছিল, তিনি সঙ্গীতানুরাগী হইয়াও সেদিকেও কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি ও মন সমস্তই শৈলর জ্যোৎস্নাস্নাত মূর্ত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু বোধ হয় তন্দ্রামগ্না প্রকৃতির আবেশকান্তি, চন্দ্ররশ্মি ও গীতধ্বনি,

সকলে মিলিয়া শৈল-মূর্ত্তির সহিত যোগ দিল ও অনন্তকুমারকে বিকল করিল। নতুবা যে অনন্তকুমারকে স্নেহময়ী জননীর পঞ্চ-বর্ষ-ব্যাপী অনুরোধ, আত্মীয় স্বজনের উপদেশ, বন্ধুবর্গের যুক্তিতর্ক দ্বিতীয়দার-পরিগ্রহণে সম্মত করাইতে কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই অনন্তকুমার কেন আজ কম্পিতস্বরে শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"শৈল তুমি কি আমাকে চিরসুখী করিবে ? মনে করিয়াছিলাম আর সংসারী হইব না, কিন্তু কয়েক মাস হইল আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তোমাকে সমর্পণ করিতে পারি এরূপ মনোমত পাত্র মিলিল না ; অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার মনের অদম্য আবেগের গতিরোধ করিতে পারিলাম না। আমি জানি তোমার মত বালিকা সংসারে সহজে মিলে না ; আর আমার জীবন মরুময়, ইহাও আমি জানি। কিন্তু মানুষ স্বার্থপর, আমিও সেই মানুষ। আমাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি ?"

অনন্তকুমারের এই অনর্গল বক্তৃতার পূর্ণ মর্ম্ম-বোধ করিতে শৈল সে সময়ে সমর্থা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সে উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। কারণ সে যেন অধিকতর সঙ্কুচিতা হইয়া গেল।

শৈল চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সে কুলীনব্রাহ্মণ কন্যা। অনন্তকুমারও ব্রাহ্মণ বংশীয়, কিন্তু তিনি কৌলীন্যমর্য্যাদায় শৈল হইতে অপকৃষ্ট স্তরে অবস্থিত। শৈল "নৈকষ্য" তিনি "ভঙ্গ।" শৈলর মাতা অনন্তকুমারের বাটীতে নামতঃ পাচিকা শ্রেণীভুক্তা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ও তাঁহার কন্যা, অনন্তকুমারের আত্মপরিবারের মধ্যে গণ্যা ও তাঁহার বিশেষ যত্নে প্রতিপালিতা। শৈলর মাতা

বিধবা এবং প্রৌঢ় বয়স্কা। তাঁহার আচার ব্যবহারে, তিনি যে তাঁহার অবস্থাতীত উন্নত শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কোন আত্মীয়ের অনুকম্পায় তিনি কন্যার সহিত অনন্তকুমারের লক্ষ্মীমন্ত সংসারে প্রবেশ করিয়া বৎসরাতীত কাল বিল্বগ্রামে বাস করিতেছেন। তিনি এককালীন নিঃসম্বল ছিলেন না; তাঁহার যে অর্থ ছিল তাহাতে তাঁহার এক প্রকার স্বাধীন ভাবে দিনপাত হইতে পারিত। অনন্তকুমারের আশ্রয় লইবার প্রধান কারণ শৈলর বিবাহ। শৈলই তাঁহার অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলোক, এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি শৈলকে উৎকৃষ্ট পাত্রে দান করেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ অর্থ ছিল না যাহাতে ঐ বাসনা পূর্ণ হয়। তাই তিনি দয়াবান ও ঐশ্বর্য্যশালী অনন্তকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী। অনন্তকুমার শৈলকে সৎপাত্রে বিবাহ দিবার জন্য যথাযোগ্য অর্থব্যয় করিতে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত। অনন্তকুমারের বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে। তিনি শ্রীমান, শিক্ষিত, আদর্শচরিত্রবান এবং গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী। বর্ষীয়সী জননী এবং একমাত্র ভগ্নী হেমলতা ভিন্ন, তাঁহার নিকটসম্পর্কীয় আর কেহ ছিল না। ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় স্বর্গগত পিতৃদেব তাঁহার বিবাহ দেন, এবং বিবাহের তিন মাস পরেই তাঁহার অপ্রাপ্তযৌবনা পত্নী উদ্বাহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। বিবাহের পর আর পতিপত্নীর সাক্ষাৎ হয় নাই। অনন্তকুমার আর বিবাহ করেন নাই। এত দিন তাঁহার মত ছিল, বিবাহ দুইবার হয় না, পরিণয়-সম্মিলন মরণাতীত। এবিষয়ে স্ত্রীপুরুষ একই নিয়মাধীন। কিন্তু শৈল বোধ হয় মেস্‌মার্ সাহেবের শিষ্যা; যদি বিজ্ঞান প্রতিবন্ধক না থাকিত তাহা হইলে আমরা বলিতাম শৈলর প্রবলতর জৈবচৌম্বক শক্তি অজ্ঞাতভাবে অনন্তকুমারের মতি-

বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। নতুবা আত্মাভিমানী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনন্তকুমার আজ তাঁহার আশ্রিতার নিকট উপযাচক ভাবে দণ্ডায়মান কেন!

শৈলকে মৌনী দেখিয়া অনন্তকুমার বলিলেন "শৈল চুপ করিয়া রহিলে যে, তুমি কি আমায় ভালবাসনা,—আমি কি তবে ভ্রান্ত?"

যদি এই প্রণয়সম্ভাষণ চন্দ্রালোকে না হইয়া, দিনমানে হইত, তাহা হইলে অনন্তকুমার দেখিতে পাইতেন, যে শৈলর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে, তাহার বিম্বাধর স্ফুরিত হইতেছে। অনন্তকুমার জ্ঞানী হইয়াও "মৌনই সম্মতির লক্ষণ" এই প্রচলিত বাক্যটী ভুলিয়া গেলেন এবং উপন্যাসপাঠানুরাগী নবীন প্রেমিকের চিরপ্রথানুসারে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "শৈল তবে কি তুমি আমার হইবে না?"

এই নির্ম্মম বাক্যে শৈল মাথা তুলিল এবং আর একবার অনন্তকুমারের দিকে চাহিল। যদি দৃষ্টির বাক্‌শক্তি থাকিত তাহা হইলে অনন্তকুমার শুনিতে পাইতেন, যে শৈল মুখরা বলিকার ন্যায় বলিতেছে 'ছি! তুমি এত অরসিক, নিঃসহায়া বালিকাকে কি এত ক্লেশ দেয়, এত দিন দেখিয়া এখনও কি জাননা যে তোমার প্রতি ভালবাসার আমি অন্ত খুঁজিয়া পাই না। আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ ভালবাসি কি না! যদি নয়নহীনা ও হৃদয়হীনা হইতাম, তাহা হইলে ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতাম কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি নিতান্ত নিরুপায়,—আমার কায়মন সমস্ত তোমারই।'

কিন্তু অনন্তকুমারের মস্তিষ্কের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শৈলচক্ষুর এই অব্যক্ত ভাষা তিনি যে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ। তবে তাঁহার জ্ঞানশক্তি যে এককালীন অন্তর্হিত হয় নাই, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

কারণ তিনি শৈলরদিকে আর দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অধিকতর সোহাগ ভরে বলিলেন—

"তবে মাকে জানাই, তোমার মার অনুমতি লই,—বিবাহের দিন স্থির করি।"

অনন্তকুমার জানিতেন তাঁহার মতই চিরদিন তাঁহার জননীর মত, আর তিনি ইহাও জানিতেন যে শৈলর মাতা তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী।

শৈল এইবার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইল যে সে মূক বালিকা নহে। সে অতি মৃদুস্বরে বলিল "যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।" উদ্যান হইতে ঝিল্লীকুল হুলুধ্বনি তুলিল, একটী শিবা ভগ্নকণ্ঠে শাঁক বাজাইল। চন্দ্রমা একখণ্ড নীরদবসন টানিয়া যেন একবার মুখ ফিরাইলেন,—অতবড় আকাশে কেবল দুই একটী নক্ষত্র-বালিকা নিষ্প্রভনয়নে চাহিয়া রহিল।

অনন্তকুমার নিজের ভাবে বিভোর। তিনি এইবার বোধ হয় কেবল মাত্র বাক্যালাপে পরিতৃপ্ত না হইয়া একটা কিছু রুচি-বিরুদ্ধ কায করিয়া বিলাতী কোর্টশিপের অবিকল নকল করিয়া ফেলিতেন ; কিন্তু হেমলতা ঠিক্ এই সময়ে মস্তকোপাধান হস্তে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল—

"দাদা বাবু এই বালিস এনেছি।" শৈল রক্ষা পাইল।

(২)

অনন্তকুমারের বিবাহের আর, অধিক দিন বিলম্ব নাই। অনন্তকুমারের নবঅনুরাগভরা হৃদয় বিজনতা-প্রার্থী হইলেও তিনি তাঁহার মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটী আত্মীয় কুটুম্বগণে পরিপূর্ণ। সকলেই এ বিবাহে আনন্দিত এবং

পাত্রীর রূপে ও গুণে ছিদ্রান্বেষণ-প্রিয়া স্ত্রীবর্গও মুগ্ধা। অনন্তকুমারের বন্ধুগণ তাঁহার পত্নী-নির্ব্বাচন ক্ষমতার শতকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরনিন্দারত ও পরশ্রীকাতর লোকের একেবারে অভাব ছিলনা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্যসভার এক বৈকালিক অধিবেশনে অনন্তকুমারের সমবয়স্ক একজন সঙ্গতিপন্ন যুবক বলিলেন "রাঁধুনীর মেয়ে বিয়ে করে অনন্ত এইবার বনিয়াদি মুখুর্য্যে বংশটার নাম ডোবালে দেখ্‌ছি।" প্রস্তাব কারীর ভ্রাতৃকন্যার পুষ্পোৎসব উপলক্ষে, পাঁচালী শুনিতে ও আনুসঙ্গিক আচারে যোগদান করিতে, হেমলতাকে না পাঠাইয়া, অনন্তকুমার উক্ত আচারঘটিত সমারোহ ব্যাপারের, অস্তিত্বলোপ-বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি অনন্তকুমারের প্রতি বীতরাগ। আর একজন প্রবীণবক্তা পাত্রীর বয়স ও দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন অভদ্রোচিত উক্তি করিলেন। ইনি অনন্তকুমারের পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধের সময়, অপ্সরী-বিনিন্দিত গণিকার কোকিল কণ্ঠে, হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, অনন্তকুমারের পরলোকগত পিতৃ-আত্মার উদ্দেশে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনন্তকুমার এই সুপরামর্শ অবহেলা করিয়া ঐ কীর্ত্তন কার্য্যে পুরুষ গায়ক নিয়োজনে, আপনার কলাচর্চ্চার ও সৌন্দর্য্যানুরাগের অভাব পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধি ইনি অনন্তকুমারের রুচির চিরবিরোধী। যাহা হউক অনন্তকুমারের স্বপক্ষ দলের প্রাধান্য হেতু, এই সকল মন্তব্য অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষণ অভাবে তাদৃশ স্ফূর্ত্তি পাইল না। এবং বোধহয় যে এই সুশ্রাব্য বচনগুলি অনন্তকুমারের কর্ণকুহর পবিত্র করে নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও তিনি ইহাদের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

গাত্রহরিদ্রার দিন প্রাতে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব গোলযোগ উপস্থিত হইল। পাত্রী এবং তাহার মাতা উভয়েই নিরুদ্দেশ। অনুসন্ধানে জানা গেল যে প্রহরাতীত রাত্রে একজন অপরিচিত পুরুষ ও এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক একটী পীড়িতা রমণীকে লইয়া গ্রামের নদীঘাটে সংলগ্ন একখানি নৌকায় আরোহণ করে। আর কোন সন্ধান নাই। শৈলর মাতৃ ও পিতৃগ্রামবাসী লোকেরা কোন সংবাদই দিতে পারিল না। হারানিধির পুনঃপ্রাপ্তি আশায় অনন্ত কুমারের অকাতর অর্থব্যয়, অদম্য চেষ্টা ও আয়াস, এবং পরিশেষে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ, সমস্তই নিষ্ফল হইল।

(৩)

উক্ত ঘটনার পর চারিমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস। আকাশে জলদাবরণ, সুখতপনের অদর্শনে ধরণীবদন তমোমলিন ও অশ্রুসিক্ত; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। অনন্তকুমার তাঁহার পাঠাগারে অন্যমনে উপবিষ্ট। তাঁহার বাহ্যাবয়বের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে চেনা যায় না। ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একটী মোড়ক দিয়া গেল। তিনি মোড়কটীর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, দুই গাছি স্বর্ণবলয়,—তাঁহারই প্রদত্ত শৈলর অঙ্গাভরণ। তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল, বলয় যুগল ভূমিতে পতিত হইল। তাঁহার চিরাভ্যস্ত স্থৈর্য্য পরক্ষণেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। তিনি মোড়ক, মধ্যে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিয়াই শৈলর মাতার হস্তাক্ষর চিনিলেন। লিপি খানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"প্রাণাধিক

তোমার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধিনী। আমার অপরাধের বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ কত উন্নত ও সদয়

তাহা আমি জানি, তাই আশা করি তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিবে। শৈলর আর অনুসন্ধান করিও না, সে এজগতে নাই। অভাগিনীর দুই বর্ষ বয়সের সময় বিবাহ হয়, তাহার স্বামী এখনো জীবিত। তুমি সধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, কিন্তু এবিষয়ে সমস্ত অপরাধই আমার। শৈল তাহার শৈশব-পরিণয়ের কথা কিছুমাত্র জানিত না। আমার পরলোকগত স্বামী, আমার সম্পূর্ণ অমতে, একটী বিংশতিদার-পরিণীত, নিঃস্ব ও নিরক্ষর নৈকষ্য ব্রাহ্মণের সহিত দুগ্ধপোষ্যা বালিকাকে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিয়া, কুলীন কন্যার ভাবী বিবাহদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই ঘৃণিত বিবাহে বাধা দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত আয়াসই বিফল হইয়াছিল। আমার স্বামী মদ্যপ ছিলেন; পাশব অত্যাচারের ভয়ে আমি নিরস্ত হই। এই বিবাহ আমাদের তীর্থপর্য্যটনের সময় কাশীধামে হয়, এবং এই ঘটনার একপক্ষ পরেই আমার বৈধব্যদশা ঘটে। এই সময়ে আমি একটী দুঃসাহসিক কার্য্য করিলাম। প্রাণাধিকা কন্যার চিরদুঃখ মোচনের জন্য মাতা সকলি করিতে পারে, বিস্মিত হইও না। শৈলর স্বামীকে মাসিক দুইটী রৌপ্যমুদ্রা উৎকোচ-স্বরূপ আজীবন প্রদান করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইলে, দরিদ্র ও মাদকসেবী ব্রাহ্মণ এই বিবাহ ব্যাপার গোপন রাখিতে স্বীকৃত হইল। আমি স্বদেশে, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। শৈলকে আয়তি-চিহ্ন ধারণ করিতে দিই নাই এবং দেশের কেহই এই বিবাহের কথা জানিতে পারে নাই। এক্ষণে বৃদ্ধ পিতাই আমার একমাত্র অভিভাবক হইলেন; স্বামীকুলে কেহই ছিল না। তুমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছ যে আমার পিতা ধনবান ছিলেন; অভাব কাহাকে বলে তাহা শৈলকে জানিতে দিই নাই, এবং তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া

ছিলাম। আমার পিতার মৃত্যু, ও কিরূপে তিনি ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েন এ সমস্ত তুমি অবগত আছ। কেন তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলাম ইহাও তোমার স্মৃতিপথে আনয়ন করা নিষ্প্রয়োজন। আমি কৃতঘ্ন নহি, বড় দুঃখ রহিল তোমার অপার দয়ার—যত্নের—স্নেহের প্রতিদান দিতে পারিলাম না। বড় আশা করিয়াছিলাম তোমার সাহায্যে শৈলকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিব; এ বিবাহে সমস্ত পাপের ভার কেবলঃআমারই মস্তকে পড়িত,—শৈলর জন্য আমি অনন্ত-নরক ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। পরে সেইদিন আসিল—এ দুঃখিনীর জীবনে অতুল-সুখ-স্বপ্ন সন্দর্শনের দিন আসিল; যে দিন শুনিলাম তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্বের পাণিগ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প, আমি মনে করিলাম সমস্ত স্বর্গ আমার করতলগত। কিন্তু হায়! বিধাতার এক ফুৎকারে আমার সমস্ত দুরাশা জলবুদ্বুদের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বিলীন হইয়া গেল।

শৈলর স্বামী আমার নিকট হইতে নিয়মিতরূপে অর্থ পাইতে ছিল। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম, সে আমাদের আশ্রয়স্থানের সন্ধান রাখিত। সে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল যে তুমি শৈলর প্রতি একান্ত অনুরাগী এবং তাহাকে বিবাহ করিতে মানস করিয়াছ; তোমার ঐশ্বর্য্যের কথাও তাহার অবিদিত ছিল না। সে স্থির করিল তাহার অর্থাগমের একটী উপযুক্ত অবসর উপস্থিত।

নরপশু কাল বিলম্ব না করিয়া, যে দিন আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, সেই দিন রাত্রিকালে আমার সহিত দেখা করিল। সে পরিচারকগণের নিকট আমার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং বহির্বাটী সংলগ্ন কক্ষটীতে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি পাষণ্ডের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে এবং অযথা অর্থকামনায় ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি

নাই; কিছু উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিয়া ছিলাম। শৈল ঘটনাক্রমে আমার অন্বেষণে পার্শ্বের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করে। বুদ্ধিমতীর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে বিলম্ব হয় নাই। তাহার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম সে বিলুপ্ত-চেতনা। কলঙ্ক প্রচার ভয়ে, ত্বরিতপদে আমার গহনা ও সঞ্চিত অর্থের বাক্সটী আনয়ন করিলাম, এবং এক বসনে, সেই ঘৃণ্য নর-পিশাচের সাহায্যে শৈলকে বহন করিয়া, সকলের অলক্ষ্যে আম্র-কাননের দ্বার দিয়া বাটী হইতে নির্গত হইলাম। পরে তাহারই আনীত নৌকায় বিল্বগ্রাম ত্যাগ করিলাম। তখনও আশা ছিল অর্থ প্রলোভনে সেই নির্দ্দয়কে বশীভূত করিব। কিন্তু শৈলই আমার প্রস্তাবের সমূহ অন্তরায় হইল; সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে স্থির ভাবে বলিল, যে প্রাণ থাকিতে তোমার পবিত্র ভবনে আর সে প্রবেশ করিবে না। বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে সে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছিল তাহা আমার মর্ম্মেমর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অগত্যা তাহাকে লইয়া একটী দূরবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অর্থ পাইয়া শৈলর স্বামী আমার আদেশ মত কার্য্য করিল; কিন্তু হায়! এই উত্তপ্ত বাত্যায় আমার শৈল-কুসুম শুকাইয়া গেল। সেইরাত্রেই তাহার জ্বর হইল, তাহার হৃৎপিণ্ডে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; সে চারি মাস শয্যাশায়ী ছিল। তাহার বিশুষ্ক বদন, আকুল নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক দৃষ্টি, আমাকে সময়ে সময়ে জ্ঞানহারা করিত। যখন দেখিলাম তাহার জীবনের আর কোন আশাই নাই, তখন মনে করিয়াছিলাম তোমার সহিত তাহার একবার শেষ সাক্ষাৎ করাইয়া দিই। কিন্তু ইহাতেও পাষাণী বাধাদিল,—বলিল, এজীবনে তোমার সহিত দেখা

করিবার তাহার অধিকার নাই। সে তাহাকে আমার প্রতারণার অংশভাগিনী মনে করিয়া কঠিন অন্তর্দাহ ভোগ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ অবস্থায় তাহার মনে শান্তি আসিয়াছিল। গত পরশ্ব দিন প্রভাতসমীরের শীতল স্পর্শ ও বিহঙ্গম-কাকলী তাহার সুষুপ্তিভঙ্গ করিলে সে আমাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, যে যাহাকে ভালবাসে, মরণের পর কি তাহাকে দেখিতে পায়?" আমি বলিলাম,—"তোমার মত পবিত্রা ও সুশীলার সকল কামনাই ভগবান পরজীবনে পূর্ণ করেন।" শান্তির মধুর হাস্যরেখা তাহার অধর কোণে দেখা দিল, মন্দভাগিনী ঘুমাইল, তাহার সকল দুঃখের চিরাবসান হইল।

আমারও জীবনের কায শেষ হইয়াছে। লোকালয়ে আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না।

শৈলর হতভাগিণী জননী।"

(৪)

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অনন্তকুমার তাঁহার পাঠাগারের পূর্ব্বকথিত স্থানে একাকী উপবিষ্ট। প্রৌঢ়বয়সে তাঁহার আকৃতিতে বার্দ্ধক্যচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং নবঅরুণছটা সঙ্গে করিয়া একটী হেমকান্তি প্রফুল্লমুখে নবম বর্ষ-বয়স্ক বালক চঞ্চল চরণে তাঁহার নিকটে আসিল। বালক তাঁহার দিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "মামা বাবু আপনার চোখে জল কেন? আপনার হাতে ও কি?"

অনন্তকুমার ক্ষিপ্রহস্তে শৈলর স্বর্ণবলয় সম্মুখস্থ টেবিলের মধ্যে লুকাইয়া কহিলেন "কৈ কিছুই না।"

বালক প্রশ্ন করিল "আজ নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবেন না?" আর একটী তিন বর্ষ বয়স্ক শিশু এই সময়ে দ্বার দেশে দেখা দিল এবং বলিল "আমি দাব"।

অনন্তকুমার শিশুটিকে ক্রোড়ে করিলেন, বালকটীর হাত ধরিলেন এবং নদীতীরে চলিলেন। এই পুত্রদ্বয় হেমলতার। তাহারা মাতুলের নয়নপুত্তল এবং তাঁহার প্রিয়তম সহচর।

অনন্তকুমার আর বিবাহ করেন নাই। দ্বিতীয়দার-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার মতের পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যৌবনে যেরূপ বলিতেন সেইরূপ পুনরায় এখনও বলেন, 'জীবনে বিবাহ একবার হয়, দুইবার হয় না।' কিন্তু এক্ষণে বিবাহ শব্দে তিনি তাঁহার জনক-জননী সংঘটিত পরিণয় ব্যাপারকে উল্লেখ করেন, কি, সেই নীলাকাশ-তলে, শশধর সমক্ষে, নয়নে নয়নে, তাঁহার শৈলর সহিত যে হৃদিবিনি-ময় হইয়াছিল, সেই ঘটনাটী তাঁহার মানসপথে উদিত হয়, তাহা অনন্ত কুমারই জানেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

মর্ম্মকথা।

ঊর্দ্ধে মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ—নিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী অচল ভাবে নিপতিত—সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে জীবজগৎ পরিভ্রাম্যমান। এই অনন্ত জীবজগতের তুলনায় তুমি আমি কত টুকু ভাই! ঐ দেখ কত আসিতেছে কত চলিয়া যাইতেছে, কত লোক ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে কত লোক পথিপার্শ্বে ক্রন্দন পরায়ণ! কত

লোক আসিয়াছে কিন্তু যাইবার বিলম্ব বুঝিয়া রঙ্গরস বিভোর ; কত লোক চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে বিবেচনায় নিরাশায় জীবন্মৃত ; শত শত লোক গন্তব্য পথে পদার্পণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে আবার শত শত নরপিশাচ উন্মত্তের ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া পাপের পদে স্বেচ্ছাবিক্রীত হইতে একান্ত যত্নপর !

ঐ দেখ ! অগণিত নক্ষত্র নিচয় সুনীল নৈশাকাশে কেমন ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে, প্রস্ফুটিত প্রসূন পুঞ্জের মনপ্রাণহর সুস্নিগ্ধ সৌরভে দিক্ আমোদিত, কেলিপরতন্ত্র বিহঙ্গম গণের সুমধুর স্বর চতুর্দ্দিক কেমন আকুলিত করিতেছে, অমল ধবল তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ কেমন উন্নত মস্তকে চির বিরাজিত ! অনন্ত সংসারে কোথাও অনন্ত সুখের প্রবল প্লাবন প্রবাহিত, কোথাও দারুণ দুঃখের ভীষণ দাবানল দাউ দাউ প্রজ্বলিত ; কোথাও মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিরন্ন আসন্ধ্যা দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া রিক্ত হস্তে হতাশ হৃদয়ে জীর্ণ কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, কোথাও ঘৃত দুগ্ধ মাখন ছানা পায়স পিষ্টকের অপরিমিত আয়োজনে শৃগাল কুকুরের উদর পূর্ণ হইতেছে ; কেহবা জীর্ণ বস্ত্রাভাবে দারুণ শীতে থর থর কম্পমান, কেহবা সুচারু চিত্রিত সুবর্ণ খচিত রাঙ্কব কৌষেয় বাসে বিজড়িত হইয়া বিশালবপুর শোভা সম্পাদনে নিযুক্ত ; পর্ণ কুটিরাভাবে কত লোক বৃক্ষতলসার করিয়া শীতাতপের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে, কত লোক বা প্রাচীর বেষ্টিত প্রহরী-রক্ষিত সুরম্য সৌধোপরি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান রহিয়া বিলাসিতার উচ্চগ্রামে অবস্থিতির পরিচয় প্রদান তৎপর ! ফলতঃ সংসার বড়ই রহস্যময় ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা তোমার আমার সাধ্যয়ত্ত নহে।

সংসার অনন্ত, ভাব অনন্ত, লীলা অনন্ত, কর্ম্ম অনন্ত, জীব অনন্ত, যেন

অনন্ত সংসারে অনন্ত কালের জন্য অনন্তের বাজার বসিয়াছে ! এ বাজারের সময় নাই, অসময় নাই, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, শীত বাত আতপে এ বাজারের হ্রাস বৃদ্ধি নাই রোগ শোক আধিব্যাধি এবাজারে, বিকিকিনি বন্ধ করিতে পারে না, শত শত উষ্ণশ্বাস, শত শত কাতর ক্রন্দন, শত শত মর্ম্মপীড়া—অশ্রুপ্রবাহ—দীনদৃষ্টি—সজল নয়ন এ বাজারের বিশাল বক্ষে নিশিদিন দৃষ্টি গোচর হইলেও এ বাজার অবিচলিত অক্ষুণ্ণ থাকে। কাহার সাধ্য এ বাজার ভাঙ্গিতে পারে ! কাহার ক্ষমতা এবাজারের নিয়ম ভঙ্গ করে ! !

এই অনন্ত ভবের বাজারে তুমি আমি কি জন্য আসিলাম বলিতে পার কি ? কোন্ মহান গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য আসিয়াছি চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধানের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছ কি ? ধনিন্ ! তুমি কি ধনমদে উন্মত্ত হইয়া ধরাকে সরার ন্যায় বিবেচনা করিয়া কাঙ্গাল কুলকে ক্রন্দন করাইবার জন্যই জগতে আসিয়াছ ? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষিত পুরুষপুঙ্গব ! তুমি এমন স্ফীত বক্ষে সগর্ব্বে সদর্পে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া আমাকে—দীন হীন আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিলে কেন ? দীন আমি যে তোমারই সম্মুখে তোমারই আদেশে যদৃচ্ছালাঞ্ছিত হইলাম, কেন ? দীন দেখিয়া কি দয়া হয় না ; কাঙ্গাল কুলের কোটরগত জ্যোতিঃহীন চক্ষুর উষ্ণঅশ্রু কি তোমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে না ? হে সুখ সম্ভোগ নিরত বিলাসি ! তুমিও আমার দীনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হওনা কেন বলিতে পার কি ? তুমিও মানব, আমিও মানব অভিধায় অভিহিত ; যাঁহার অপার করুণা বলে তুমি জগতীতলে আসিয়া রঙ্গরস বিভোর ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছ তাঁহারই করুণা-কণায় আমিও মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দীনতায় দিনযাপন করি-

তেছি। যে পরম পিতার আদেশে আজ তুমি মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি আত্মীয় স্বজন দাস দাসী পরিবেষ্টিত, তাঁহারই অব্যর্থ আদেশে আমি এইরূপ কাঙ্গাল বেশে সহায় সম্পদ হীনাবস্থায় দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে দিবানিশি পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমিই যে তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী আর আমি যে কেহ নহি ইহা মনে করিও না। সুতরাং আবার বলি রাগ করিও না ভাই! তুমিও মানুষ আমিও মানব নামে পরিচিত তবে পার্থক্য এই যে তুমি সুখের ভাগী, আমি দুঃখের অধিকারী, তোমার চক্ষে আনন্দাশ্রু, আমার বিশীর্ণ বদনের বিবর্ণ চক্ষে দুঃখের জল দিবানিশি ঝরিতেছে! তোমার অত্যল্পমাত্র শোকে কত লোক কত প্রবোধ দেয়, শোকাপনোদনের জন্য কত উপায় অবলম্বন করে, আর আমার পুত্রকলত্র বিয়োগেও কেহ "আহা" করিবার নাই, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আমি নিঃস্ব দুঃস্থ আমি মানব নামের অযোগ্য স্রষ্টার সৃষ্টি বহির্ভূত?

তুমি বলিতে পার, কর্ম্মফলে তুমি সুখসাগরে সন্তরণ পরায়ণ আমি দুঃখের দারুণ দাবদাহে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি ও অভাবের মর্ম্মভেদী অবসাদে একান্ত অবসন্ন; কর্ম্মফলে তুমি রাজা আমি তোমার প্রজা, তুমি ধনী আমি নির্ধন। কৃতকর্ম্ম ফলে তুমি সুখের অম্লান জ্যোৎস্নায় নিমজ্জিত, আর আমি দুঃখের পূতিগন্ধ পরিপূরিত চিরঅন্ধকার সমাচ্ছন্ন নিরয়ে নিমগ্ন; ইহা ঠিক্, কর্ম্মফলে মানব সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দের অধিকারী ইহা সঠিক্ বলিয়া সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বলত ভাই! একবার বুকে হাত দিয়া পরমপিতার মহান্ নাম লইয়া শপথ করিয়া বলত ভাই! সেই কর্ম্মফল বিচার করিবার তুমি কে? তোমার কি অধিকার আছে? যিনি কর্ম্মফলের বিচারক সে বিচার তিনিই করিবেন, তুমি কেন তাহা বলিয়া

উপহাসাস্পদ হইতে অগ্রসর হও? সুতরাং যেদিন দেখিব তুমি আমাকে মানব মনে করিলে—যে দিন বুঝিব তুমি আমাকে তোমারই ভ্রাতা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার অধিকারী হইলে সেই দিন বুঝিব তুমিই প্রকৃত বড়—প্রকৃত মহৎ—প্রকৃতই মানব! নতুবা আমার এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হৃদয়ে কি এ চিন্তা উদিত হওয়া অন্যায় যে "আমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" কিন্তু আমার ভাগ্যগুণে কি তুমি আমাকে আমার ন্যায় দীনহীনকে মানব বলিতে সাহসী হইবে?

আমি দীন বলিয়া তুমি আমাকে দেখিলে ঘৃণা কর, মনুষ্য মধ্যে নগণ্য বলিয়া উড়াইয়া দেও, ভাই! ইহা তোমার কোন্ বিবেচনার কার্য্য? তুমি ত সভ্য—শিক্ষিত—সংস্কৃত—মার্জ্জিত, দীন দেখিলে উপেক্ষা করিতে হয় ইহা জগতের কোন্ অভিধানে লিখিত আছে? দীনগণকে পায়ে ঠেলিয়া আত্মাভিমানীর আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় শুনিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। তুমি ধনী বলিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছ সত্য; খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রসারতা নিবন্ধন সমাজের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত সত্য, কিন্তু তোমার সমাজ কি আমার সমাজ নহে? তোমার সেই মানবসমাজ কি আমাকে দূরে রাখিতে পারিয়াছে? যদি বল আমাকে লইয়া আমার ন্যায় অভাবনিষ্পেষিতকে লইয়া সমাজ নহে তবে আমি কি বলিতে সাহস করিতে পারি না যে তোমার সমাজ অপূর্ণ তোমার সামাজিকতা অপূর্ণ আর সেই সঙ্গে তুমিও অপূর্ণ হইয়া আপনাকে পূর্ণত্বের রত্ন সিংহাসনে সমাসীন করিতে সর্ব্বথা যত্নপর। হইতে পারে আমার ধন নাই মান নাই বিদ্যাবুদ্ধিরও সম্পূর্ণ অভাব কিন্তু এই বলিয়া তুমি আমাকে মানবসমাজ বহির্ভূত করিতে চাও কেন তাহা আমার এই সংকীর্ণ হৃদয়ের ধ্যান ধারণার বহির্ভূত।

ভাগ্যগুণে তুমি বড় হইয়া অতুল ধন সম্পত্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রমের অধিকার লাভ করিয়াছ, আর আমি অদৃষ্টদোষে দৈববিড়ম্বনায় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তিরস্কার অবমাননা সহ্য করিতেছি। চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়ে তোমার বিশাল উদর পরিপূরিত আর আমি প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও খোসা ভূষি দ্বারা নিদারুণ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে একান্ত অপারক। তাই বলিয়া কি আমাকে এত ঘৃণা করিতে হয়, এরূপ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে হয়। মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একজন দীন হীনকে পায়ে ঠেলিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করা কি মানবের উচিত? বুঝিলাম না ধনিন্! তুমি কোন্ বিজাতীয় মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত—কোন্ প্রাণে, মানব হইয়া মানবকে এরূপ নীচতায় নিমগ্ন করিতে চাও—কেমন করিয়া একজন অনাহারক্লিষ্ট শুষ্ককণ্ঠ কাতরপ্রাণ কাঙ্গালকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছ।

আর একটি কথা—তোমাকে ধনী বলে কে ভাই! তোমাকে মানী বলিবার কয়জন আছে—আর কয় জনই বা যশোগরিমায় তোমার বক্ষকে গর্ব্বোন্নত করিতেছে। তোমার ন্যায় যাহার ধন আছে মান আছে সহায় সম্পদ গাড়ী জুড়ী আছে সে কি তোমাকে ধনী বলে? কখনই না—তুমি তাহার সমশ্রেণীর লোক সুতরাং তাহার নিকট তোমার খাতির যত্ন আদর অতীব অল্পই। তোমার যে এত "নাম" সে কেবল আমারই জন্য; দীন আমি তোমাকে রাজা বলি, ধনী বলি, প্রভো! বলিয়া সম্বোধন করি, "হুজুর হুজুর" করিয়া তোমাকে শূন্যগর্ভগর্ব্বে উন্নত করিয়া তুলি।

দীন দুঃখে কাতর হইলে কি মানীর মান হানি হয়? কাঙ্গাল কুলের উষ্ণশ্বাসে কর্ণপাত করিলে ঘৃণিত হইতে হয়? না—নিঃস্ব দুঃস্থ

বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করিলে লোকে হেয় জ্ঞান করে? আত্মোদর পূর্ণ করাকেই যিনি জীবনের সার সর্ব্বস্ব বিবেচনা করেন তাঁহার ন্যায় মনুষ্যত্ব হীন দৃষ্টিশক্তি বিরহিতের কথা বলিতেছি না যিনি মানব পদ বাচ্য মানব, হৃদয় যাঁহার দেবভাবাপন্ন, অন্তর যাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সুশোভিত, প্রাণ যাঁহার পরোপকারোৎসর্গীকৃত তাঁহার সেই নরদেবতার নিকট ছোট বড় নাই, ধনীনির্ধন নাই, সুন্দর কুৎসিত আত্মপর নাই; তিনি সকলকেই আপনার বলিয়া জানেন, সকলকেই আপনার করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার—সেই নরশ্রেষ্ঠের প্রশান্ত উন্নত হৃদয় দীন দুঃখে সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত থাকেন। ইঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য—ঈদৃশ নরদেবতা এই স্বার্থপূর্ণ সংসারে আজকাল অতীব বিরল।

পুণ্যভূমি ভারতভূমি যে চিরদিনই কঠোর নির্দ্দয় ব্যবহারে কাঙ্গাল-কুলেকে মর্ম্মাহত করিত তাহা নহে; ভারতের পবিত্র ভূমিতে যে চিরদিনই আত্মোদর পূরক স্বমুখনিরত পুরুষপ্রবরগণ জন্মজীবন লাভ করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করতঃ সংসারলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে। তবে যেদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারত-বাসীর শিক্ষণীয় হইয়াছে বিলাসিতা বিষম বেগে বিস্তৃতি লাভ করিয়া ভারত সন্তানের অস্থি মজ্জায় বিজড়িত হইয়াছে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অধর্ম্মস্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্য প্লাবিত করিয়াছে সেই দিন ভারত বাসীর ঘোর দুর্দ্দিন! আর সেই দিন হইতেই ভারতবাসী বাক্‌সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিচিত হইতেছে সেই দিন হইতেই ধর্ম্মের নামে ঘোর ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে পরোপকার শব্দ ভারত হইতে পলায়নপরায়ণ হইয়াছে—দীন হীন অনাথ আতুর পথের কাঙ্গালের মুষ্টিভিক্ষাও সেই দিন হইতেই বন্ধ হইয়াছে। সেই

জন্যই বলিতেছি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পরোপকারী দীন দুঃখ কাতর পুরুষপুঙ্গবের আবির্ভাব হয় না নিঃস্বার্থ পরোপকার শব্দের সদ্ব্যবহার এখন অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন! ফলতঃ ভারতভূমি এখন আর কর্ম্মভূমি নহে বাক্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং যাঁহারা দেশের মাননীয় তাঁহারাও কেবল কথা লইয়া বাক্ বিতণ্ডা করিয়া সভাসমিতিতে করতালি প্রদান করিয়া আর টেবিল চাপড়াইয়া ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। রাগ করিও না ভাই! ধনী তোমরা আমাদের সহায় সম্বল, জ্ঞানী তোমরা আমাদের ন্যায় হীনের আশ্রয় স্থল! তোমরা যদি আমাদের না দেখিবে রক্ষা না করিবে তবে আর ভারতের কাঙ্গাল কুলের কে আছে! তাই আজ করজোড়ে কাতরকণ্ঠে তারস্বরে বলিতেছি ভাইরে! যাহাতে দয়া, দীন-বৎসলতার প্রিয় নিকেতন ভারতের পবিত্র নাম সংরক্ষিত হয়, পুণ্যভূমি ভারতভূমির স্নেহ বাৎসল্য, বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভারতের সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইয়া জন্মভূমি ভারতের চিরসম্মানিত নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। কেবল অনুকরণ প্রিয়তার বাহ্যিক চাকচিক্যে ও বিলাসিতায় মজিয়া জাতীয় জীবনে কলঙ্ক আরোপিত করিও না।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

ফুলের সাজি।

সৈনিক-পুরুষ।

(১)

ওই বাজে রণভেরী!
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই,
বিদায় হৃদয়েশ্বরী;
ওই বাজে রণভেরী!
শেষ বিদায়ের দাও আলিঙ্গন,
মুছ আঁখি বারি, দাওগো চুম্বন,
বিদায়ের শেষ স্মৃতির লিখন,
মুদ্রিত হোক অধরে;
মুহূর্ত্তেক পরে তোমাতে আমাতে,
কত শত দূরে হইবে থাকিতে,
উভ অদৃষ্টের সুকঠিন পাতে,
কি লেখা আসিবে ঘুরে।
ফিরায়োনা মুখ, ঢেকোনা অঞ্চলে,
হ'য়েছে সময়, রয়েছে সকলে
আমা তরে, ওগো ওই পথ চেয়ে;
ভাবে কেন মোর দেরী;
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই
বিদায় হৃদয়েশ্বরী;
ওই বাজে রণভেরী!

(২)

বড়ই কঠিন সময় এ বটে,
কর্ত্তব্যের কিন্তু আদেশ নিকটে;
বিদায়! বিদায়! ভুলোনা সঙ্কটে,
যতদিন দেহে প্রাণ;
গরীয়সী যিনি স্বরগ হইতে,
'জন্মভূমি,' মোরে এসেছে ডাকিতে;
রাজরাণী দেছে শিরোপা; শিরেতে,
রাখিতে দেশের মান।
কেন তুমি কেঁদে আকুলিতা বালা!
মুছে ফেল দূরে হৃদয়ের জ্বালা,
ধর দৃঢ় করে ওবরণ ডালা,
বাজাও শঙ্খ ফুঁকারী;
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই
বিদায় হৃদয়েশ্বরী;
ওই বাজে রণভেরী!

(৩)

সরল হৃদয়ে ভালবাসা দিয়ে,
হ'য়েছ নিশ্চিন্ত পুরুষে অর্পিয়ে,
চাহ নাকি তারে 'পুরুষ' দেখিয়ে
লভিতে চরম সুখ?
কর্ত্তব্য বিহীন কর্ম্মচ্যুত হ'য়ে,
কাপুরুষ যত সংসারেতে জীয়ে,
তা'র সাথে নিজ পতিরে মিশায়ে
কেন গো বাড়াও দুঃখ!
জয়যুক্ত হ'য়ে আসিব ফিরিয়া,
হৃদয়ে ধরিব এমনি করিয়া,
অথবা প্রান্তরে আত্ম-বলি দিয়া,

পশিব স্বরগ-পুরী ;
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই
বিদায় হৃদয়েশ্বরী ;
ওই বাজে রণভেরী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ম্যাকবেথ পাঠে।

ঘোর দুরাকাঙ্খা—ভাল দেখাইলে কবি!
কিরূপে প্রলুব্ধ করে ক্ষীণদৃষ্টি নরে—
কুমতি ডাকিনী বেশে করে অঙ্কুরিত
বিষবৃক্ষ ধীরে ; কুটিলা কামিনী করে,
সিঞ্চিয়া উৎসাহ বারি, সে তরু বর্দ্ধিত।
কু আশা কুয়াসা সম ঢাকি' জ্ঞান রবি
দেখায় সে বৃক্ষে দোলে ফল মনোহরা—
মনোহরা, কিন্তু হায় অন্তর্বিষ ভরা
দেখেও দেখেনা নর মুগ্ধ ভাবী সুখে ;
নাশে প্রতি প্রতিবন্ধ নেহারি সম্মুখে,
দুষ্কৃতির পরপর দুষ্কৃতি আচরি
যদবধি তীক্ষ্ণ বিষ হৃদয় জর্জ্জরি,
ভেদিয়া মরম স্থান মস্তিষ্কে না পশে—
জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি আদি লুপ্ত হয় শেষে॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র লাহা।

স্মৃতি।

সুখের বসন্ত গিয়াছে চলিয়া
বিশুষ্ক কানন রয়েছে পড়ি ;
কোকিল ঝঙ্কার হয়েছে নীরব
প্রতিধ্বনি বনে ফিরিছে ঘুরি
পড়েছে ঝরিয়া সাধের কুসুম
সৌরভ রয়েছে এখনো তা'র ;
রয়েছে আজিও শুষ্কফুল দল
ছিঁড়িয়া গিয়াছে প্রণয় হার।
ডুবেছে তপন পশ্চিম গগনে
রয়েছে কোমল রক্তিম ভাতি ;
সুখ শান্তি গেছে জন্মের মতন
পোড়া প্রাণেতবু রয়েছে "স্মৃতি।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

শিশু।

মোমের পুতুল ওই খেলিছে সম্মুখে
উঠিতেছে পড়িতেছে বিভোর কৌতুকে।
মরুময় সংসারের ক্ষুদ্র জলাশয়,
শোক পূর্ণ পৃথিবীর আনন্দ আলয়।
কি মধুর হাসি আছে তোমার আননে,
কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ আছে সুন্দর নয়নে।
দেহ বদ্ধ সরলতা ধরায় উদিত,
বিমোহন ছবি হেরে সবে পুলকিত।
কল্পনার তুলি দিয়ে অঙ্কিত ওকায়া,
সদা আনন্দিত নাহি বিষাদের ছায়া।
নাহি শোক নাহি হিংসা সদা মুখে হাসি
ও মোহন হাসি হেরে আনন্দেতে ভাসি।
হাসি হাসি মুখে কভু বিষাদের রেখা,
অকস্মাৎ কোথা হোতে যদি দেয় দেখা,
প্রশান্ত সলিল মাঝে তরঙ্গের প্রায়
ক্ষণ কাল দেখা দিয়ে তখনি মিলায়॥

সুখ আশে সহে লোক কত যে যাতনা,
তবহাসি লাভ তরে কেহত কাঁদেনা।
হেসে হেসে শিশু তুই নাচ বারবার,
দুঃখময় ধরাতল হাসুক আবার।

শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী।

মধ্যস্থ।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, হয়ে গেছি নিশিদিন ধরি'
নয়ন ও মরমের বিচারি বিবাদ ;
যুক্তি সব ফুরায়েছে মিটাইতে গিয়া
ক্ষুদ্র এক প্রাণী লয়ে চির বিসম্বাদ ;
অবসন্ন হৃদয়ের নয়ন যুগল,
যাপি তাহাদের তরে নিদ্রাহীন রাতি,
বিরাম নাহিক তবু ; তুচ্ছ কথা ল'য়ে
তবু তারা সারাদিন রহিয়াছে মাতি।
সৌন্দর্য্য কমল রূপে কেন তুমি সখি!
এসেছিলে নন্দনের নিকুঞ্জ হইতে,
প্রাণের আঁখির কাছে দেখা দিয়াছিলে,
অমল শিশির সিক্ত অরুণ প্রভাতে!
কেন তুমি আবেশের প্রথম স্বপনে,
ফুটেছিলে দীন এক হৃদয় কাননে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

নিন্দুক।

আপন রসনা কর শাসন
নিজ প্রতি দৃষ্টি রাখ অনুক্ষণ,
নিন্দুক আপনি সুখ না পায়।
অনর্থক দেয় পরেরে বেদন
অবিশ্বাস তা'রে করে সর্ব্বজন,
অবিশ্বাসী পাপী নিজে হয়!
পর চক্ষে অশ্রু করিলে পাতন,
আপন হৃদয়ে লাগে সে বেদন
তারদুঃখে দুঃখী কেহ না হয়।
পৃথিবীতে ভাল বাসে না তাহারে,
ঘৃণার নয়নে সকলে নেহারে,
ঘৃণিত জীবন তার ধরায়।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

নীরবে।

আমি নীরবে এসেছি, নীরবে যাইব,
নীরব জগৎ বাসিব ভাল ;
নীরব নিশীথে, নীরবে বসিয়ে,
আঁধার হৃদয়ে জ্বালিব আলো।
নীরব প্রান্তরে যাইয়া নীরবে
নীরব সুরেতে গাহিব গান,
সঙ্গীতের স্রোতে অনন্ত বিমানে
ভাসাইয়া দিব আপন প্রাণ।
আমি, নীরবে হাসিব নীরবে কাঁদিব
নীরবে খেলিব আপন মনে,
নীরব ভাষায় প্রাণ খুলে কথা
কহিব নীরব প্রকৃতি সনে।
নীরব নয়ন নীরবে মুদিব
নীরবে ফেলিব আঁখির জল,

যদি দেখে কেহ ক্ষতিনাই তায়
নীরব অশ্রুই অবলাবল।
শ্রান্ত জীবনের নীরব বেদনা
যদি কেহ কভু শুনিতে চায়,
কাহার(ও) কথায় দিবনা উত্তর
হইয়া থাকিব বধির প্রায়।

শ্রীমতী চঞ্চলাবালা দাসী—বর্দ্ধমান।

কত দূর ?

দিয়ে আশা, ভালবাসা কেমনে ভুলিলে?
দিয়ে আশা, আশানাথ! কেন পাঠাইলে?
ছাড়ি' তব পদ-প্রান্ত
হয়েছি হে পথ-ভ্রান্ত,
পথি-শ্রমে হ'য়ে ক্লান্ত ভুলেছি তোমায়;
কেন বল ওহে নাথ! পাঠালে আমায়?
আগে যদি জানিতাম,
নাহি পদ ছাড়িতাম,
প্রলোভনে নাহি মোরে ভুলাতে পারিতে,
এ দীনে চরণে স্থান হ'ত নাথ দিতে।
ভাবিলাম কত সুখে র'ব নিরন্তর,
কত সুখে সুখী সদা রবে এ অন্তর;
সে সুখ-স্বপন হায়!
চলি' গেছে নিরালায়,
কল্পিত সুখের জ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিল;
এত যে আশা দিলে কিছু নামিটিল!
বৃথা আশে আশ্বাসিত,
হয়ে ছিল ভ্রান্ত চিত,
প্রায়শ্চিত্ত নিরাশায় হয়েছে তাহার;—
বৃথা প্রলোভনে মুগ্ধ হবে না সে আর।
সুদূর শৈবালময় পথে অবিরত
চলিতে স্খলিত পদ, খাই থতমত;
ভাবি—যাব তাড়াতাড়ি,
এই উঠি, এই পড়ি,
পথের নাহিক শেষ—অসীম অপার;
প্রতি পদে খসে পদ এ পথে আবার!
তাই বলি, ওহে পিতঃ!
বিষম সংসার-পথ
এপথে তোমার মন্ত্র থাকে কি এমনে,
এখন বলহে নাথ! তরিব কেমনে?
নাহি হেরি এবে আমি কোনও উপায়!
অনুতাপে অনুদিন দগ্ধ প্রাণ হায়!
এবে দেব, যাহে তরি,
তব ও পদ বিতরি;
কর তা'র—অভাগার উপায় বিধান;
নতুবা ফিরায়ে লও তোমার এ প্রাণ!
বলহে কমলাকান্ত!
আমি বড় পথ-শ্রান্ত,
তোমার আজ্ঞায় দেব! ঘুরেছি প্রচুর;
আরো কত আছে বাকী? বল, কতদূর?

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়—কোন্নগর।

হেমন্ত বর্ণন।

আইল হেমন্ত ঋতু ধরাতল মাঝে;
ধরণী সাজিল পুনঃ অভিনব সাজে।

শুকাইল নদীনদ লুকাইল ঘন;
দিন দিন হিমময় হয় সমীরণ।
অন্ধকার করি' পড়ে নিশিতে শিশির;
হেম তনু হৈমান্তিক নোয়াইল শির।
চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের তেজ হ'ল হীন;
প্রায় ঘরে ঘরে সবে পীড়ার অধীন।
ফল হীন ফুল হীন তরু গুল্ম লতা;
হেমন্ত হরিল শরতের মধুরতা।

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ—গোবরহাটী।

এমায়া কেমন।

যে গেল—সে চ'লে গেল কোথা?
এলনাত কভু ফিরে আর।
রেখে গেল ঘোর মর্ম্মব্যথা!
হাহুতাশ শোক যন্ত্রণার!
সংসারের এত যে মমতা,
এতই যে প্রেম-আলাপন,
নিমেষে সকলি ভুলে গেল।
কেটে গেল প্রাণের বাঁধন।
এত কান্না মাথা কুটা কুটি,
এলনা এলনা ফিরে আর।
গেল কোথা? পশেনাকি সেথা—
সংসারের এত হাহাকার?
জনকজননী স্নেহাদর
প্রিয়া-প্রেম মধুর মিলন;
প্রাণ পুতলির আধ হাসি
মনে সেথা পড়েনা কখন?
সংসারের এই অভিনয়!
তবু কেন—তবু কেন মন
মায়া ফাঁস কাটিতে না পারে?
সংসারের এ মায়া কেমন?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।
মহিষাদল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চিতোরের কোন রাজ্ঞী খ্যাতা ইতিহাসে,
প্রভাতে তপনকরে কি ফুল বিকাশে?

—পদ্মিনী।

কি না হ'লে বাঙ্গালীর ভোজন না হয়,
কি ভুলিলে সতরঞ্চে স্থির পরাজয়?

—চাল।

* * *

স্বামী—পুরুষে জীবনে দুইবার স্ত্রীলোকের স্বরূপ আদৌ বুঝিতে পারে না।

স্ত্রী—সত্যি নাকি? কখন্ কখন্?

স্বামী—বিবাহের পূর্ব্বে আর বিবাহের পরে।

* * *

মানুষের খোলস্—বিশ্ব স্রষ্টার এই বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে কত যে অদ্ভুত জীব আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকায় মণ্টিএল প্রদেশে প্রাইস নামক এক ব্যক্তি বাস করেন। যেমন সরীসৃপেরা মধ্যে মধ্যে গাত্রচর্ম্ম ত্যাগ করে তদ্রূপ এই ব্যক্তি জন্মাবধি প্রতিবৎসর একবার করিয়া নিজদেহের খোলস্ ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার বয়স্ এখন প্রায় ৪৪বৎসর। ছয়মাসের শিশু অবস্থায় ইঁহার মাতা প্রথমে এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন, সেই অবধি প্রতি বৎসর ২৪শে জুলাই তিনি গাত্রচর্ম্ম উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারেন। প্রথমে তাঁহার বিবমিষা হয় ও ত্বকের স্পর্শ অনুভব শক্তি লোপ পায়। ক্রমে চর্ম্ম লোল হইয়া পড়ে। তার পর তিনি কাঁজির চারিধারে ছুরিদ্বারা মণ্ডলাকারে কাটিয়া দেন এবং একটি পেন্সিলের সাহায্যে দস্তানার ন্যায় ছালাখানি খুলিয়া ফেলেন। মুখ মণ্ডল এবং দেহের অপর স্থান হইতেও ঐ প্রণালীতে খোলস্ ছাড়ান হয় কেবল মাথা হইতে মরা-মাসের ন্যায় উঠাইতে হয়। খোলস্ উঠিবার পর প্রায় দুই সপ্তাহ গাত্রের কোমলতা প্রযুক্ত শয্যাগত থাকিতে হয় সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে একবার ত্বক্‌মোচন করিলে সেখানকার ডাক্তারেরা খোলস্‌টা যত্ন করিয়া আদত রাখিয়া দিয়াছেন। হাতের খোলস্ অবিকল দস্তানার ন্যায় এবং দুইজন লোক সবলে উহাকে টানিয়া ছিঁড়িতে পারে না। তাঁহার নয় বৎসরের একটি কন্যা আছে সে কিন্তু এরূপ রোগগ্রস্থ নয়। এবং

তাঁহার নিজেরও ইহার দরুণ বিষয় কর্ম্মের কিছু ক্ষতি বা শরীরের অসুখ নাই। কত শত ডাক্তারে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু কেহ ইহার কারণ নিরাকরণে সমর্থ নয়।

* * *

চুম্বন কাহিনী—দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত প্যারাগেতে (Paraguay) একটী অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। যে কোন স্ত্রীলোকের সহিত পরিচয় হইবে তাহাকে চুম্বন করিতে হয়। ইউরোপের রোমানিয়া (Roumania) প্রদেশে প্রতি বৎসর এক মেলা হয় তাহাতে চুম্বন করিবার সাধ সকলেই পুরাইয়া লয়। রুসিয়াতে (Russia) নিয়ম আছে Easter দিনে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবাধে চুম্বন করিতে পারে।

* * *

পক্ষী বাজি—জাপানের অন্তর্ব্বর্ত্তী নাগাসাকিতে এক বাজীকর পক্ষীর স্বরূপ আতস বাজীতে প্রস্তুত করিতে পারে। তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ জীবন্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশ মার্গে বিচরণ করে ও জীবন্ত পক্ষীর অনেক অঙ্গভঙ্গীর অনুরূপ ভঙ্গী করে। চারিশত বৎসরের অধিক সময় অবধি সেই বাজীকর পরিবারের প্রত্যেক বংশের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ঐ অদ্ভুত পক্ষীর নির্ম্মাণ কৌশল শিখিয়া আসিয়াছে।

* * *

শিশু। বাবা, দুটো পয়সা দাও না, বরফ কিন্‌বো, বড় গরম বোধ হচ্ছে।

পিতা। গরম বোধ হয়ে থাকে ত বরফ কিনে বাজে পয়সা নষ্ট

করবার দরকার নাই, আয় আমার কাছে আয়; এমন ভূতের গল্প বল্‌বো যে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

* * *

ধূমহীন তামাক। একদুষ্ট বালক তামাসা করিবার জন্য কোন চুরুট ওয়ালার দোকানে গিয়া বলিল "ধূমহীন তামাক তোমার দোকানে পাওয়া যায় কি ?" দোকানদার অপ্রতিভ না হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "যথেষ্ট", এবং এক বোতল নস্য বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল।

* * *

কালা নাম ঘুচিবে। এক জন বিখ্যাত অষ্ট্রীয়ান ভ্রমণকারী কিছু দিন পূর্ব্বে সুদানে (Soudan) গমন করেন ও তথা হইতে একজন মসিবর্ণ কাফ্রি ভৃত্য ভিয়েনাতে (Vienna) আনয়ন করেন ও কয়েক মাস গত হইল ঐ কাফ্রির স্নায়বিক কোন পীড়া (nervous disease) উপস্থিত হইলে, একজন বিখ্যাতচিকিৎসক তাহার রীতিমত বৈদ্যুতিক চিকিৎসার (Systematic Electrisation) ব্যবস্থা করেন। ঐ চিকিৎসায় কাফ্রিটি দিন দিন বল পাইতে ও আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার অঙ্গার নিন্দিত চামড়া স্থানে স্থানে সাদা হইতে লাগিল। আরও চার মাস চিকিৎসার পরে তাহার সমস্ত শরীরের চামড়া সাধারণ ইংরাজের চামড়ার ন্যায় সাদা হইয়া গেল। কৃষ্ণকায় কাফ্রি শ্বেত হইল, কিন্তু তাহার শ্বেতকায় ও ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ঘন কুঞ্চিত কেশ রাশি এবং স্থূল ওষ্ঠদ্বয় তাহাকে কিম্ভূত কিমাকার করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের দেশের নরনারীর গঠন ত মন্দ নয়, তবে ঐ চিকিৎসা এদেশে প্রবর্ত্তন করিলে "কালা আদ্‌মি" নাম ঘুচিতে পারে না কি ?

চোখ উঠার ঔষধ। (১) রক্ত চন্দন স্তন দুগ্ধে তামার পাত্রে ঘসিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা সারে।

(২) বড় পানার পাতা অল্প পরিমাণে লবণ দিয়া হাতে রগড়াইয়া যে দিকের চক্ষে পীড়া, সেই দিকের কানে রস দিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে বসিয়া থাকিয়া পরে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

(৩) সামুকের জল চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা সারে।

* * *

ফোড়া পাকাইবার ঔষধ। (১) কাঁটানটিয়ার শিকড়ের ছাল বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করত ৩।৪ বার প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে।

(২) সাবানের ফেণা ও চিনি মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে।

(৩) আতাফলের পাতা বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে।

* * *

প্রসব ব্যথার ঔষধ। অত্যধিক এবং অনিয়মিত প্রসব বেদনায় ক্লোরোফরম্ আঘ্রাণ করান অপেক্ষা বাহ্যিক প্রয়োগ করাই সুবিধা। এক অংশ ক্লোরোফরম দুই বা তিন অংশ অলিভ অয়েল (জলপাইয়ের তেল) সহ মিশাইয়া পেটের উপর মালিশ করিয়া গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যথা নিয়মিত এবং ফলপ্রদ হয়। ইহাতে ক্লোরেফরম্ আঘ্রাণ করান জন্য যে ভয়, তাহা নাই। রোগী সজ্ঞান থাকে, নাড়ী, শ্বাস প্রভৃতি নিয়মিত এবং বমনাদি হয় না। "চিকিৎসক" হয়

* * *

দুগ্ধ হইতে বোতাম প্রস্তুত। দুগ্ধ হইতে এখন বোতাম প্রস্তুত হইতেছে। এই কথাটি শুনিলেই কেমন বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই দুগ্ধ হইতে এখন বোতাম তৈয়ার হইতেছে। লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড নামক স্থানে ইহার ৩টী কারখানা আছে। দুগ্ধ কাটিয়া গেলে, এই সকল কারখানার কর্ম্মচারিগণ সস্তা দরে তাহা ক্রয় করেন এবং উহা হইতে মাখন তোলেন। তার পর ইহা হইতে জলীয় অংশ পৃথক করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে উত্তাপগৃহে লইয়া উত্তপ্ত করেন। এইরূপে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই বোতামের বর্ণ কখনও বিকৃত হয় না দেখিতে ঠিক হাড়ের সাদা বোতামের ন্যায়। হাড়ের বোতামের অর্দ্ধেক ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত হয়। "সোম প্রকাশ" ২৩এ আশ্বিন।"

* * *

চিকাগো রমণীর নূতন সক। আজ কাল চিকাগো রমণীদিগের ঘুড়ি উড়াইবার অত্যন্ত সক হইয়াছে, কিন্তু উহাও একটু নূতন ধরণের। নিমন্ত্রিতা রমণীগণ রাত্রে নিমন্ত্রণ কর্ত্রীর বাড়ির ছাদের উপর একত্রিত হন ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুড়ি উড়াইয়া অতিবাহিত করেন। ঐ ঘুড়ি এক এক খানি ৬ফিট অর্থাৎ চার হাত লম্বা। ঘুড়ির সূতায় বহু সংখ্যক কাগজের লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া হয়, আর ঘুড়িতে সংলগ্ন বহুবিধ বাজির সহিত বৈদ্যুতিক তার যোগ করিয়াদেওয়া হয়। তদ্দ্বারা ঐ সকল বাজি ফাটিয়া গিয়া চারি দিক আলোকিত হয়।

* * *

রাজ্যহীন রাজগণ। নির্ব্বাসিত বা সিংহাসনচ্যুত ভূপতিগণের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে যত অধিক জগতের ইতিহাসে আর কখন তত ছিল কিনা সন্দেহ। ইউরোপের এমন

কোন দেশ নাই যেখানে কোন না কোন নরপতি নির্জ্জনে অতীত সৌভাগ্যের চিন্তায় কাল যাপন করিতেছেন। ফরাসী দিগের ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী (তৃতীয় নেপোলিয়নের মহিষী), ইউজিনী, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ফারস্‌বরো নামক স্থানে প্রায় বিশ বৎসরকাল নিভৃত বাস করিতেছেন। হাওয়াইএর রাণী বিলিউওকালা পি, যিনি ইতিপূর্ব্বে হাওয়াইএ একাধিপত্য করিতেন তিনি এক্ষণে একজন সামান্য রমণীর ন্যায় আমেরিকায় দিনপাত করিতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার সিংহাসনটি নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র অতীত গৌরবসূচক নামটি এখনো তাঁহার নিজের সম্পত্তি স্বরূপ আছে।

মাদাগাস্কর দ্বীপের রাণী রানাভোলা ফরাসী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া আলজিরিয়ায় নজর বন্দী অবস্থায় দুঃখ-জীবন যাপন করিতেছেন।

আফ্রিকা মহাদ্বীপেই পতিত রাজগণের সংখ্যা অধিক। সামরী, প্রেম্পে, মোয়াদ্দা, বেহাঞ্জিন, নানা এবং আরও অনেক সিংহাসনচ্যুত রাজা এক্ষণে সেই অজ্ঞাত-প্রায় মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে বসিয়া—শ্বেতঙ্গেরা তাহাদের রাজ্য আক্রমণ না করিলে, তাঁহাদের জীবনের গতি কিরূপ হইত তাহা চিন্তা করিতেছেন। সামরী ক্রীতদাস হইতে তরবারির সাহায্যে রাজ্যস্থাপন করে—ফরাশিরা তাহাকে বন্দী করিয়াছে, সে এখন আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেভ্‌স্‌ নামক স্থানে মৃতকল্প হইয়া বাস করিতেছে। বেহাঞ্জিনকে ফরাসিরা ছয়বৎসর হইল ডাহোমীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া মার্টিনিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। প্রেম্পে, বেনিনের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ; ইনি ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী পরিচ্ছদ এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ক্রীতদাস হত্যা করিয়া আমোদ করিতেন, এবং এখন তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব-স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য রাজত্বের অভাবে পোষাকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ম্মদেশের ভূতপূর্ব্ব

রাজা থিব, এক্ষণে ভারতের পশ্চিমোপকূলে বসিয়া সাগরজলে উপল খণ্ড ক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন। বিশপ হানিংটনের হত্যাকারী উগণ্ডার রাজা, মাওয়াঙ্গা এখন বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বপাপের অনুতাপকরিতেছে; এবং আফ্রিকার আর একটি রাজমুকুটধারী নানা এক্ষণে আফ্রিকায় ইংরাজ কারাবাসে আপনার পূর্ব্ব ভোগবিলাসের স্মৃতির রোমন্থন করিতেছে। স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন প্রাপ্ত সার্ভিয়ার রাজা মিলান, দ্যূত ক্রীড়ায় তাহার রাজ্যের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড নষ্টকরিয়া বোধ হয় পুনরায় সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার মহিষী ও পুত্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নিজরাজত্বে সেনাসংগ্রহকরিয়াছেন।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

বসন্তোৎসব ও ধূলিখেলা। দুটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হরিসেনাদলের একাদশ ও দ্বাদশ সম্বাৎসরিক উৎসবে গঠিত। প্রবন্ধ দ্বয়ে ভাষার ছটা ও ভাবের বৈচিত্র আছে।

বীর ভূমি। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা, আকার ডিমাই ৪ ফর্ম্মা, বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রথম ভাগ ১ম সংখ্যা। ভূমিকা পাঠে জানা গেল যে পরিচালকেরা অর্থের প্রয়াসী নহেন। "যাহাতে বীরভূমের অধিবাসীদের মানসিক চরিত্র উন্নত হয়, তাহাদের মধ্যে অসার ও কদর্য্য সাহিত্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়া সুসাহিত্য পাঠের স্পৃহা প্রবল হয়, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে স্বাবলম্বন ও সৎসাহস বর্দ্ধিত হয়" এই পত্রিকার তাহাই প্রধান লক্ষ্য হইবে। আর একটি লক্ষ্য বীরভূমের প্রাচীন ও লুপ্ত ইতিবৃত্তের সম্যক আবিষ্কার ও প্রচার। উদ্দেশ্য ও লেখার প্রণালী দেখিয়া আমাদের ভরসা হয় যে "সৎসঙ্গের" প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করিলে এই নব প্রচারিত পত্রিকা কালে বীরভূমের গৌরব রক্ষা করিবে।

এস, কে, লাহিড়ী কোম্পানী।

স্কুল ও কলেজের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

যত প্রকার স্কুলবুক আছে তাহা আমাদের নিকট সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য। ছবির বই, ম্যাপ, বালকবালিকাদিগের জন্য প্রাইজের বই সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ থাকে ও বিলাত হইতে আনাইয়া থাকি। বিলাতি সকল সংবাদ পত্র, বিলাতে বালিকাস্কুল সমূহের জর্নাল ও সেখানকার পাঠ্যপুস্তকাদিও আমরা এদেশের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ও অপরের জন্য সর্ব্বদাই আনাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। সকল প্রকার ইংরাজি বাঙ্গালা হস্তলিপি ও পুস্তকাদি আমরা ছাপাইতে ও প্রকাশ করিতে এবং তৎসম্বন্ধে প্রকাশকের যাহা যাহা করা উচিত, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দ্বারা প্রকাশিত ও আমাদের এখানে বিক্রয়ার্থ পুস্তকাদির তালিকা চাহিলে তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইয়া থাকে।

SPECIAL BARGAIN!

A

SPLENDID

ASSORTMENT

OF

Assam Silks

SOLD IN PIECES. PRICES ACCORDING TO QUALITY.

AND ALSO OF

LEEMANN and GATTY'S

COTTON TWEEDS.

NOTED FOR

Fast Dyes, Nice Designs and Durability.

Assam Silk Coat for Rs. 11. each.

Cotton Tweed Coat for Rs. 6 „

FIRST CLASS LONDON CUTTER.

K. M. DEY & CO.,

45, *Radha Bazar Street, Calcutta.*

শ্রীশ্রীদুর্গা—সহায়।

শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত কবিরাজ।

৭৯নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যে সমস্ত উৎকট রোগগ্রস্থ রোগীর নানাবিধ চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই সেই সমস্ত রোগীদিগকে ফুরাইয়া লইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

আরও আয়ুর্ব্বেদ মতে তৈল, ঔষধ, ঘৃত, মোদক ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। বিদেশী শিক্ষার্থী বালকদিগকে বিনা মুল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

অবলা জীবন—এই ঔষধটী বটবৃক্ষ হইতে আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা ৪।৫ দিন সেবনে স্ত্রীলোকের অতি প্রবল রক্ত প্রদর রোগ আরাম হয়। রক্ত প্রদর রোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। আমি উক্ত রোগ ফুরাইয়া লইয়া চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত আছি। আরো ইহাতে শ্বেতপ্রদর, সপুষ্প ধাতুপড়া, কাপড়ে দাগলাগা, বাধক বেদনা ও জরায়ু দোষ মাত্রই আরাম হয়। যাঁহার কোন ঔষধে উপকার হয় নাই বা অনেক দিন রোগে ভুগিয়া অস্থি মাত্র আছে তিনি যেন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

বটীকা ও আসব দুই প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে মূল্য ৭ মাত্রা ২,দুই টাকা।

সমস্ত ঔষধের বিবরণ আমাদের বিজ্ঞাপন পুস্তকে পাইবেন।

শ্বেতচূর্ণ।—পুরাতন গ্রহণী, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, সংগ্রহ-গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অমৃত তুল্য। ইহার ন্যায় পোষ্টাই ঔষধ আর নাই। চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। প্রতি সপ্তাহ ২৲ দুই টাকা।

মকরধ্বজ বটী।—ইহা কয়েকটী মহামূল্য ধাতুভস্ম ও গাছ গাছড়া দ্বারা প্রস্তুত। স্বপ্নবিকার নিবারণ করিতে, ধারণা ও উত্তেজনা শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। আর যে কোন কারণে প্রমেহ, বহুমূত্র, পুরুষত্ব হানি এবং অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে শুক্রপাত নিবারণের মহৌষধ। এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এক সপ্তাহ ২৲ টাকা।

এই সমস্ত ঔষধ ভিঃ পি তে পাঠান হয়।

স্বর্ণ মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

মেওরেস।

শুক্রপীড়াদির একমাত্র মহৌষধ।

মেহ ও শুক্রবিকার জনিত যাবতীয় ব্যাধি শরীর ও মন উভয়েরই পরম শত্রু। রক্তশোষী, অদম্য ভূতযোনীর ন্যায় ইহা নবীন যুবকগণকে প্রতিপলেই বিমর্ষ, দুর্ব্বল করে, দেহের সারাংশ শোষণ করে—অকাল মরণের পথে আহ্বান করিতে থাকে।

ওজঃ ক্ষয় হেতু বয়স্কগণও সমূহ কষ্ট পাইয়া থাকেন। মরু ভূমির তপ্ত বায়ু যেমন সরস শ্যামল লতাকে দগ্ধ বিশুষ্ক করিয়া ফেলে, ধাতুরোগও সেইরূপ জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট করে,—সুখের জীবনে বিষের প্রবাহ চালিয়া দেয়।

রেতঃ পীড়া উচ্চনীচ বিচার করে না—মৃত্যু ও অবস্থা বিপর্য্যয়ের ন্যায় ইহাও সকলকে সমভাবে আক্রমণ করে। অশেষ যন্ত্রণা, দেহ ও মনের সর্ব্বনাশ, নিত্য নূতন উপসর্গ, হতাশ, উন্মত্ততা ও অকাল মরণ ইহার দুর্নিবার সহচর।

সময় থাকিতে আমাদের মেওরেসের আশ্রয় লউন। এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, সত্বর, সহজে ও গোপনে আরোগ্যকারী ঔষধ আর নাই। রোগে বা সুস্থশরীরে সেবনে স্নায়ু ও ধাতু সবল হয়। ইহা মাতৃস্তন্যের ন্যায় বিশুদ্ধ এবং কল্যাণজনক।

মূল্য প্রতি শিশি একটাকা মাত্র।

পাইবার একমাত্র ঠিকানাঃ—

জে, সি, মুখার্জী—ম্যানেজার।

ভিক্টোরিয়া কেমিকেল ওয়ার্কস।

রাণাঘাট—বেঙ্গল।

বিলম্বের কৈফিয়ৎ।

পূজার অবকাশের জন্য প্রয়াস কার্য্যালয় বন্ধ থাকাতে এই সংখ্যা প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, গ্রাহকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

(১) বসুমতী; (২) প্রতিবাসী; (৩) এডুকেশন গেজেট; (৪) চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ (৫) আলোচনা; (৬) সঞ্জীবনী; (৭) নব্য ভারত; (৮) মহাভারত নাট্যকাব্য; (৯) প্রদীপ; (১০) মুকুল; (১১) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী; (১২) The Behar News; (১৩) বীরভূমি। (১৪) উদ্বোধন; (১৫) সোম প্রকাশ; (১৬) কমলা; (১৭) অন্তঃপুর; (১৮) পূর্ণিমা; (১৯) ফরিদপুর হিতৈষিণী; (২০) ঢাকা গেজেট; (২১) চিকিৎসক; (২২) The City Times; (২৩) তত্ত্ববোধিনী; (২৪) নির্ম্মাল্য; (২৫) তত্ত্বমঞ্জরী; (২৬) ঋষি; (২৭) পুণ্য; (২৮) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; (২৯) বিকাশ; (৩০) স্বাস্থ্যের দপ্তর।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা	১৲
,, অবিনাশচন্দ্র সুর,	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী সরসীবালা সিংহ,	সাহারাণপুর	৩৲
বাবু সতীন্দ্রনাথ সরকার,	কটক	২৲
,, হরেন্দ্র কুমার মজুমদার,	কলিকাতা	১॥০
,, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	,,	১॥০
,, শিবচরণ মিত্র,	,,	১॥০
,, হরিহর শেঠ,	চন্দননগর	১॥০
,, এককড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১॥০

ক্রমশঃ।

কিং এণ্ড কোম্পানি

নিউ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাসি

৮৩ নং হারিসন রোড, (কলেজ ষ্ট্রীট জংসন) কলিকাতা।

সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের সাহায্যে আমরা এই নূতন হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়টী খুলিয়াছি।

উত্তম ও অকৃত্রিম ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি।

ঔষধ সস্তা বিক্র করিতে গিয়া রাতন ও কৃত্রি ঔষধ সরবর করিবার উদ্দে এই কারখা খোলা হয় নাই

ঔষধ যাহাতে উৎকৃষ্ট ও টাট্‌কা হয় তাহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য

	১ড্রাম	২ড্রাম
মাদারটিংচার	।৵০	॥৵০
১—১২ ক্রম	।০	।৵০
৩০ পর্য্যন্ত	।৵০	॥০

১২ শিশি ঔষধ ও পুস্তকসহ ওলাউঠা চিকিৎসার বাক্স ৫।

২৪ শিশি ঔষধ ও পুস্তকসহ গার্হস্থ চিকিৎসার বাক্স ৮৸

(ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্রসমেত)

উত্তম, বৃহৎ ও নানা প্রকারের মেহগ্নি কাষ্ঠের বাক্স ও ঔষধ সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৮৯৯।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া (পদ্য)	...	৬৪১
যুক্তনীতি	...	৬৪৩
লাখ্‌পতি বাবু	...	৬৪৯
উপদেশ	...	৬৫৫
অদৃষ্ট পরীক্ষা (গল্প)	...	৬৫৯
রাখিলে তোমারি (পদ্য)	...	৬৬০
শ্রীভাগবত ধর্ম্ম	...	৬৭১

প্রমীলা

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি?	...	৬৭৬
কালিদাস প্রসঙ্গ	...	৬৮৪
নাটকের অপর পৃষ্ঠা	...	৬৮৮
বীণাবৈচিত্র্য	...	৬৯০
ফুলের সাজি	...	৬৯৪
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	৬৯৯

সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত।

(৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট, ৺প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য তিন আনা মাত্র।

২৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, এল্‌ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

এই সংখ্যার লেখক ও লেখিকাগণের নাম।

শ্রীরসময় লাহা। শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ.। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্, এ.। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস ঘোষ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীবসন্তলাল মিত্র। শ্রীআশুতোষ পাঁড়ে। শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত, বি, এ। শ্রীঅমৃতলাল বসু, বি, এ,। শ্রীমন্মথনাথ সেন। শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস। শ্রীঘনেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী। শ্রীরঙ্গলাল রায়। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি। শ্রীমতী হেমলতা দাসী। শ্রীশশচন্দ্রচবসাক। শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, প্রভৃতি।

প্রয়াস সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই "প্রয়াসের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র। নমুনা চাহিলে ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকট সহ পত্র লিখতে হয়। যদি কেহ এক কালে পাঁচ জন গ্রাহকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তিনি বিনামূল্যে এক বৎসর "প্রয়াস" ঘরে বসিয়া পাইবেন।

২। "প্রয়াস" প্রতি ইংরাজী মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথাকালে কাগজ না পাইলে তাহার পর সংখ্যা কাগজ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। তৎপরে আমরা দায়ী হইব না। ডাকঘরের ত্রুটিতে অনেক সময় কাগজ পত্রের বড়ই গোলযোগ হয়। আমাদিগকে জানাইবার পূর্ব্বে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে একবার অনুসন্ধান করিবেন।

৩। গ্রাহকগণ কোন চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করিলে, রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা টিকিট সহ চিঠি লিখিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম বা অন্য কিছু জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হইবে। মণিঅর্ডার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ মিত্রের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। প্রয়াসের যে কোনও গ্রাহক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

৬। প্রয়াসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যোগ্যতার বিচার না করিয়া উৎসাহ দান অসম্ভব একথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

সাহিত্য-সেবক-সমিতি,
(স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)
৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ,
কার্য্যাধ্যক্ষ

প্রয়াস প্রকাশকের অনুমতানুসারে এস্, কে, সাহা দ্বারা এল্ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

The Private Secy, to **His Excellency, the Viceroy** writes to the Hony. Secy., "Sahitya Sebak Samiti":—

GOVERNMENT HOUSE

Calcutta, the 20th February 1899.

DEAR SIR,

I have, in accordance with your request submitted to His Excellency the Viceroy the address from the "Sahitya Sebak Samiti" enclosed in your letter of the 13th Instant.

His Excellency was interested in the explanation given in the address of the object which the Association has set before it, an object which he wishes me to say has his full sympathy, and he trusts that the efforts of the Association will be continued with success.

Prayas ° ° It holds out encouragements to promising young writers and aims at enlightening the common folks of Bengal on belles letters, on arts, on sciences and religion. The contents of the third issue are almost all of them praiseworthy. We find in it a religious and a scientific subject dealt with in so simple a manner as to be easily comprehended by its readers. The article on 'Dove' has pleased us very much by its exquisite humour and its healthy tone of morality. That on 'Mother' is, for its pathos and elegance, an excellent piece of composition. Most of the poems, too possess the charm of simplicity and harmony. From a perusual of the articles, we expect that the Sahitya-Sevak-Samiti, by which this periodical is being so ably conducted, will, if

blessed with longevity, prove, highly beneficial to the inhabitants of Bengal.

THE BEHAR NEWS.

15th April, 1899.

This magazine is published in Bengalee. A variety of subjects is treated of in the periodical. The language of the prose portions is generally easy, flowing and impressive, the poems are none the less engaging. The present number has an article on theatre and farces which is a laudable attempt in the right direction. Religious articles are not wanting in it. We hail the periodical amongst us with pleasure and hope the *Prayas* will be crowned with success and continue to live.

THE NATIONAL MAGAZINE.

April 1899.

We have to acknowledge receipt of No. 5 of *Prayas*, a Bengali literary magazine. It is elegantly written and being very interesting as well as instructive is eminently readable. We should be glad to see the conductors of other vernacular publications follow the lead of *Prayas* as such literature is bound to prove both healthy and helpful to our large army of Indian students. * * *

THE CITY TIMES.

June 1899.

---

* * Each number teems with readable matter and is an improvement on its predecessor. The text is so selected as to suit readers of all tastes. Scientific papers are put in a popular way. An account of the late Promila Nag, the young Hindu Poetess is begun in the last number under notice. It promises interesting reading. The devotee, Ram Prosad Sen forms the subject of another paper. * * The *Prayas* is, it would appear, gradually making its presence felt in the republic of Bengali Journalism.

THE INDIAN MIRROR.

25th June 1899.

PRAYAS—So many of our Bengali periodicals "enter appearance" simply to gracefully disappear after a while that one hesitates to prophecy a long and useful career to any new monthly. The aims of *Prayas* are however distinctly commendable, and I have often turned over the pages of this new monthly with much interest and pleasure. To write anything that is readable and entertaining is a gift; to tell a short story with effect, one must be a born story-teller. If the Editor of this Magazine can bring together a few effective and brilliant writers to co-operate with him, and if he perseveres in his present plan of avoiding "heavy matter,"—of telling his stories briefly and pointedly, and imparting his lessons pleasantly,—there is no reason why this unambitious but very readable monthly should not continue to find welcome in thousands of Bengali homes.

ROMESH CHUNDRA DUTT.

London, 1st July 1899.

"PRAYAS."—Although but six months old, the young Bengalee monthly "Prayas" has been thriving well, in the present competitive market of journalism. The object, which this publication has in view, is commendable. It ferrets out juvenile writers, fosters their green attempts, and thus holds out favourable opportunity to them to appear

before the public. In one word, the little issue can be considered nothing short of a stepping-stone to nurture one's tendency to erudition and culture of ethnology. The easy style in which the text of the paper is put, not only renders the articles comprehensive, but also impressive, to all classes of readers. The noticeable feature of the periodical is the knack of its selection of the subject-matter, which appears to suit readers of all tastes. Both its poetical and prose writings have their diction and elegance and are interestingly readable. The nominal figure, (Rs. 1-8), at which the price of this monthly is fixed, amply repays its subscribers, and we hope that the ambition of the "Sahitya Shebak Samati," from which this little tract is issued, shall ever receive encouraging and sympathetic support, at the hands of the public.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA,

Friday, August, 25th, 1899.

এস্, সি, বসু,

স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য-পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা,

৭৯।২নং হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা।

এস্, সি, বসুর পুস্তকালয়ে পাঠশালা স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক, ডি, এন, ধর প্রণীত মানচিত্র প্রভৃতি, আইন, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি, পারিতোষিকোপযোগী পুস্তকাবলি ও বাবু কালীপদ বসু, এম্ এ প্রণীত "শিশুরঞ্জন পাটীগণিত, ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ ভাগ এবং তৎপ্রণীত গণিত-বিষয়ক অন্যান্য ইংরাজী পুস্তক পাওয়া যায়।

Approved by the Central Text-Book Committee.

THE STUDENTS' HANDBOOK OF REFERENCE

OR

A Compendium of Practical Hints

UPON EVERY DAY DOUBTS AND DIFFICULTIES.

BY

M. N. SIRCAR, M. A., B. L.

TO BE HAD OF

All the principal Booksellers of Calcutta.

বিভক্তি নির্ণয়।

কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত

শ্রীঅক্ষয় নারায়ণ কাব্যভূষণ

প্রণীত ও প্রকাশিত।

লঘু সংক্ষিপ্তসার, গণকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

পণ্ডিতবর শ্রীদ্বারকা নাথ ন্যায়ভূষণ

কর্ত্তৃক সংশোধিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র ডাঃ, মাঃ ৵০

'কান্তি,' 'প্রয়াস,' প্রভৃতি বিবিধ মাসিক পত্রিকা ও বহু বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পাইবার ঠিকানা—ইংরাজী স্কুল, কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।

সুন্দরী।

পূর্ণিমার রজনীতে কৌমুদী সজ্জায়
দেখিলাম বালা এক রূপে অনুপমা,
আরক্ত কপোল দুটি মাধুরী ছটায়
আননে সৌন্দর্য্য খেলে কমলার সমা।
প্রস্ফুটিত বিম্বপ্রায় অধর তাহার,
কমলের দলসম চটুল নয়ন,
কপোল তাহার যেন অর্দ্ধচন্দ্রাকার
ভুরু যেন কামধনু মনোবিমোহন।
তাহার শিরেতে ছিল চারু কেশ পাশ
ভ্রমর সদৃশ কৃষ্ণ, চরণ চুম্বিত
তাহা হতে পেয়েছিনু মধুর সুবাস,
জিনিয়া সে নন্দনের পারিজাত শত।
সুচারু কবরী বাঁধা সুগন্ধে আকুল,
চমকিনু দেখি সেই কুন্তল সুন্দর ;
জিজ্ঞাসিনু কে দিল সে সুকেশ অতুল—
'লাবণ্য-লহরী-তৈল'—পাইনু উত্তর।

আবিষ্কারক,

শ্রীসুরথ চন্দ্র ঘোষ।

৩০ নং বাহির মৃজাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা।